IslamHouse.com

Osoul Center
www.osoulcenter.com

বাংলা
Bengali
بنغالي

এক আল্লাহই বিপন্নকে সুখ প্রদান করার

অকাট্য প্রমাণ

প্রস্তুতকরণ
ওসূল সেন্টার

নিরীক্ষণ
ড: মুহাম্মাদ মর্তুজা বিন আয়েশ মুহাম্মাদ

البرهان
في وجوب اللجوء إلى الواحد الديان

إعداد
مركز أصول

تدقيق وتصحيح
د/ محمد مرتضى بن عائش محمد

বাংলা
Bengali
بنغالي

This book has been conceived, prepared and designed by the Osoul Centre. All photos used in the book belong to the Osoul Centre. The Centre hereby permits all Sunni Muslims to reprint and publish the book in any method and format on condition that 1) acknowledgement of the Osoul Centre is clearly stated on all editions; and 2) no alteration or amendment of the text is introduced without reference to the Osoul Centre. In the case of reprinting this book, the Centre strongly recommends maintaining high quality.

+966 11 445 4900
+966 11 497 0126
P.O.BOX 29465 Riyadh 11457
osoul@rabwah.sa
www.osoulcenter.com

অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু
আল্লাহর নামে

সূচীপত্র

অনুবাদকের কথা	৯
ভূমিকা	১১
প্রথম অধ্যায়: মহান আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকটে প্রার্থনা করা নিষিদ্ধ	১৩
দ্বিতীয় অধ্যায়: মহান আল্লাহর নিকটেই প্রার্থনা করা অপরিহার্য	১৫
তৃতীয় অধ্যায়: মহান আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকটে প্রার্থনা করা হলো শির্ক ও কুফরী	১৯
চতুর্থ অধ্যায়: সমস্ত মানুষ অপারোক ও ক্ষমতাহীন	২১
পঞ্চম অধ্যায়: সমস্ত রাসূল, ফেরেশতা এবং সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি আল্লাহরই নিকটে প্রার্থনা করেন	২৭
ষষ্ঠ অধ্যায়: সমস্ত সৃষ্টিজগতের প্রকৃত অধিপতি কেবল মাত্র এক ও অদ্বিতীয় মহান আল্লাহ	৩৫
সপ্তম অধ্যায়: দোয়া কবুল করা বা না করার মালিক একমাত্র মহান আল্লাহ	৩৭
অষ্টম অধ্যায়: মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ও উদারতা	৪৫
নবম অধ্যায়: মানুষের প্রকৃতি স্বভাব ও তার স্বাভাবিক গুণাবলির দাবি	৫১
দশম অধ্যায়: সঠিক বুদ্ধির দাবি হলো মহান আল্লাহর নিকটেই প্রার্থনা করা	৫৫

অনুবাদকের কথা

সম্মানিত পাঠক এবং সম্মানিতা পাঠিকার জ্ঞানার্জনের তৃষ্ণা নিবারণের সুবিধার্থে আমি আমার তরফ থেকে এই বইটির মধ্যে সমস্ত অধ্যায় ও সেগুলির শিরোনাম আর কতকগুলি টীকা স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধও করেছি। যেহেতু এই বিষয়গুলি আসল আরবী বইয়ের মধ্যে নেই। আর আসল আরবী বইয়ের শেষের দিক থেকে দুইটি গল্পের প্রয়োজন না থাকার কারণে গল্প দুইটি বাদ দেওয়া হয়েছে।

অনুরূপভাবে জেনে রাখা দরকার যে, এই বইটির পবিত্র আয়াতগুলি এবং সঠিক ও নির্ভরযোগ্য হাদীসগুলির অনুবাদ পদ্ধতি একটু আলাদা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে; কেননা অত্র বইটিতে আরবি ভাষার ভাবার্থের অনুবাদ বাংলা ভাষার ভাবার্থের দ্বারা করা হয়েছে। তাই কোনো সম্মানিত পাঠক অথবা সম্মানিতা পাঠিকার মনে অনুবাদ সম্পর্কে কোনো প্রকার সংশয় জেগে উঠলে, ইসলামের বিদ্বান বা বিদ্যাবান পণ্ডিতগণের বিশদ বিবরণ ও ব্যাখ্যা আরবী ভাষায় গভীরতার সহিত দেখে নিলে সর্ব প্রকার সংশয় দূর হয়ে যাবে। এবং অনুবাদ নির্ভরযোগ্য হিসেবেই সাব্যস্ত হবে বলে আশা করি ইনশা আল্লাহ। তবে এই বইটির দোষ-ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা এবং মুদ্রণ প্রমাদ প্রভৃতি

একেবারেই নেই, এই দাবি আমি করছি না। তাই এই বিষয়ে যে কোনো গঠনমূলক প্রস্তাব, সৎ পরামর্শ এবং মতামত আমার নিকটে সাদরে গৃহীত হবে ইনশা আল্লাহ। বাংলা অনুবাদক

ডক্টর মুহাম্মাদ মর্তুজা বিন আয়েশ মুহাম্মাদ

তাং বুধবার 10ই ফাল্গুন 1423 বঙ্গাব্দ

25/5/1438 হিজরী {22/2/2017 খ্রিস্টাব্দ}

dr.mohd.aish@gmail.com

ভূমিকা

إِنَّ الْحَمْدَ للَّه نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَعُوذُ باللَّه منْ شُرُور أَنْفُسنَا، وَسَيِّئَات أَعْمَالنَا، مَنْ يَهْده اللَّهُ؛ فَلَا مُضلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلل؛ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيْراً ، أَمَّا بَعْدُ .

অর্থ: নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। আল্লাহর নিকটে আমরা আমাদের কুপ্রবৃত্তির অনিষ্ট ও আমাদের কর্মসমূহের অমঙ্গল থেকে আশ্রয় কামনা করি। মহান আল্লাহ যে ব্যক্তিকে প্রকৃত ইসলামের সঠিক অনুগামী হওয়ার শক্তি প্রদান করবেন, তাকে প্রকৃত ইসলামের বিপরীত পথে নিয়ে যাওয়ার কেউ নেই। আর যাকে তিনি প্রকৃত ইসলামের বিপরীত পথে পরিচালিত করবেন, তাকে প্রকৃত ইসলামের সঠিক অনুগামী হওয়ার শক্তি প্রদানকারী কেউ নেই।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য বা মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আল্লাহর প্রিয় ব্যক্তি ও রাসূল বা দূত।

মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল, এবং তাঁর রাসূলের পরিবার-পরিজন, সাহাবীগণ ও অনুসরণকারীগণের জন্য অতিশয় সম্মান ও শান্তি অবতীর্ণ করুন।

অতঃপর মুসলিম সমাজে কতকগুলি মানুষের মধ্যে এই বিষয়গুলি ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়েছে যেমন:-

1. মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের নিকটে এমন প্রয়োজনীয় বিষয় অর্জন করার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা, যে প্রয়োজনীয় বিষয় অর্জন করার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে না।

2. মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের নিকটে এমন বিষয়ের দুঃখ কষ্ট দূর করার জন্য প্রার্থনা করা, যে বিষয়ের দুঃখ কষ্ট মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ দূর করার ক্ষমতা রাখে না।

3. মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের নিকটে এমন বিষয়ে পরিত্রাণ প্রার্থনা করা, যে বিষয়ে মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ পরিত্রাণ দান করার ক্ষমতা রাখে না।

4. মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে সৃষ্টি জগতের নিকটে আরোগ্য প্রার্থনা করা। অথচ মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ আরোগ্য দান করার ক্ষমতা রাখে না।

5. মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে সৃষ্টি জগতের নিকটে সন্তান প্রার্থনা করা। অথচ মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ সন্তান প্রদান করার ক্ষমতা রাখে না।

উল্লিখিত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক মহান আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করা জায়েজ নয়। তাই উল্লিখিত বিষয়গুলি অর্জন করার জন্য মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে সৃষ্টি জগতের নিকটে প্রার্থনা করা হারাম বা অবৈধ। কেননা এই ধরণের নীতি অবলম্বন করলে মহান আল্লাহর অংশীদার স্থাপন করা হয়। আর এই বিষয়টি হলো আসলে প্রকৃত ইসলামের প্রাগবর্তী অন্ধ বিশ্বাস জাহেলি যুগের কুসংস্কার। তাই এই অন্ধ বিশ্বাস জাহেলি যুগের কুসংস্কারের নীতিটিকে দশটি দলিলের দ্বারা বাতিল করা হয়েছে।

1

মহান আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকটে প্রার্থনা করা নিষিদ্ধ

মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে সৃষ্টি জগতের নিকটে প্রার্থনা করার বিষয়টিকে মহান আল্লাহ অকাট্যভাবে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। তাই তিনি পবিত্র কুরআনে মধ্যে তাঁর দূত বা নাবীকে বলেছেন:

﴿ وَلَا تَدۡعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَۖ فَإِن فَعَلۡتَ فَإِنَّكَ إِذٗا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾

[يونس: ١٠٦]

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে আল্লাহর দূত বা রাসূল মুহাম্মাদ! তুমি সেই সত্য উপাস্য প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ব্যতীত এমন কাউকে ডাকবে না, যে তোমার কোনো উপকার করতে পারবে না এবং ক্ষতিও করতে পারবে না। আর তুমি যদি এমন কাজ করো, তাহলে তুমিও আল্লাহর অংশীদার স্থাপনকারী জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে"। (সূরা ইউনুস, আয়াত নং 106)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো বলেছেন:

﴿ وَمَنۡ أَضَلُّ مِمَّن يَدۡعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسۡتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَهُمۡ عَن دُعَآئِهِمۡ غَٰفِلُونَ ٥ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمۡ أَعۡدَآءٗ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمۡ كَٰفِرِينَ ﴾ [الأحقاف: ٥-٦]

ভাবার্থের অনুবাদ: "যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য আল্লাহর পরিবর্তে এমন কতকগুলি বাতিল উপাস্যের উপাসনা করবে ও তাদেরকে ডাকবে, যে বাতিল উপাস্যগুলি কেয়ামত পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিতে পারবে না, তাই সেই ব্যক্তির চেয়ে অধিক নির্বোধ পথভ্রষ্ট আর কোনো ব্যক্তি নেই। আর প্রয়োজন পূরণ করার জন্য যে বাতিল উপাস্যগুলিকে

ডাকা হয়, সেই বাতিল উপাস্যগুলি উক্ত ব্যক্তির ডাক সম্পর্কে কোনো খবর রাখে না।

আর সমস্ত মানুষকে যখন পরকালে কিয়ামতের দিনে একত্রিত করা হবে, তখন সেই বাতিল উপাস্যগুলি তাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং তাদের ইবাদত উপাসনকে ও প্রার্থনা করাকে অস্বীকার করবে”। (সূরা আল আহকাফ, আয়াত নং 5-6)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো বলেছেন:

﴿وَأَنَّ ٱلۡمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدۡعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدٗا﴾ [الجن: ١٨]

ভাবার্থের অনুবাদ: “এবং মহান আল্লাহর প্রদত্ত প্রত্যাদেশ বা প্রতিভাসের মধ্যে এটা রয়েছে যে, মাসজিদসমূহ আল্লাহর ইবাদত বা উপাসনা করার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। অতএব, তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে ডাকবে না এবং কোনো বস্তু বা ব্যক্তির উপাসনাও করবে না”। (সূরা আল জিন, আয়াত নং 18)।

আর পবিত্র কুরআনের মধ্যে এই ধরণের আয়াত অনেক রয়েছে।

2

মহান আল্লাহর নিকটেই প্রার্থনা করা অপরিহার্য

মহান আল্লাহ তাঁর প্রত্যাদেশ বা প্রতিভাসের মাধ্যমে আদেশ প্রদান করেছেন: সৃষ্টি জগতের সমস্ত বস্তু বা ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে তাঁরই নিকটে প্রার্থনা করার জন্য। তাই তিনি পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠]

ভাবার্থের অনুবাদ: "তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন: হে সকল জাতির মানব সমাজ! তোমরা আমার ইবাদতের সহিত আমাকেই ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো। যারা আমার ইবাদত হতে এবং নিজের প্রয়োজনীয় বিষয় অর্জন করার উদ্দেশ্যে আমার নিকটে প্রার্থনা করা হতে অহংকার করে বিমুখ হয়ে যাবে, তারা অতি সত্বরই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে"। (সূরা গাফির (আল মুমন), আয়াত নং 60)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো বলেছেন:

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا۟ لِي وَلْيُؤْمِنُوا۟ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٦]

ভাবার্থের অনুবাদ: "আর হে আল্লাহর দূত বা রাসূল মুহাম্মাদ! আমার মানব সমাজ যখন আমার ব্যাপারে তোমাকে জিজ্ঞেস করবে, তখন তুমি তাদেরকে বলে দিবে যে, মহান আল্লাহ তোমাদের সন্নিকটেই রয়েছেন; তাই আল্লাহ বলেছেন: যখন কোনো ব্যক্তি আমার কাছে কোনো প্রার্থনা করবে, তখন আমি তার প্রার্থনা গ্রহণ করবো। সুতরাং তারা প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা সম্মত নিয়মে আমার উপদেশ মেনে চলুক এবং আমার প্রতি সঠিক পন্থায়

বিশ্বাস স্থান করুক। তবেই তারা সুখময় জীবন লাভের পথ অবলম্বন করতে পারবে"। (সূরা আল বাকারা, আয়াত নং 186)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো বলেছেন:

﴿أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ [النمل:٦٢]

ভাবার্থের অনুবাদ: "কে তিনি, যিনি নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে এবং তার কষ্ট দূরীভূত করেন? এবং কে তোমাদেরকে পৃথিবীতে পুর্ববর্তীদের প্রতিনিধি করেন? সুতরাং আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্য আছে কি? তোমরা মহান আল্লাহর উপদেশ অতি সামান্যই গ্রহণ করে থাকো"। (সূরা আন্ নামল, আয়াত নং 62)।

উল্লিখিত বিষয়গুলি মহান আল্লাহ ছাড়া কি কেউ সম্পাদন করতে ক্ষমতা রাখে? উত্তর হলো এই যে, উল্লিখিত বিষয়গুলি মহান আল্লাহ ছাড়া সম্পাদন করার কেউ ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্পান করার ক্ষেত্রে তাঁর কোনো অংশীদারও নেই।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো বলেছেন:

﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّى بِٱلْقِسْطِ ۖ وَأَقِيمُوا۟ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾ [الأعراف: ٢٩]

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে আল্লাহর দূত বা রাসূল মুহাম্মাদ! তুমি বলে দাও: আমার প্রতিপালক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত ও অবলম্বন করার উপদেশ প্রদান করেছেন। আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত বা উপাসনা ও সিজদার স্থানসমূহে তাঁরই ইবাদত বা উপাসনার কাজে নিজেদেরকে তৎপরতার সহিত অবিচল ও স্থির রাখবে। এবং তাঁরই নিমিত্তে ইবাদত বা উপাসনা ও সৎ কর্মে তোমরা সদাসর্বদা নিষ্ঠাবান হয়ে থাকবে আর নিষ্ঠাবান হয়েই তোমরা তাঁকে ডাকবে। যে ভাবে তিনি তোমাদেরকে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন, সেই ভাবেই তোমাদেরকে

পরকালে আবার ফিরে আসতে হবে”। (সূরা আল আরাফ, আয়াত নং 29)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো বলেছেন:

﴿ هُوَ ٱلۡحَيُّ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱدۡعُوهُ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَۗ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ﴾

[غافر: ٦٥]

ভাবার্থের অনুবাদ: “তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো সত্য উপাস্য নেই। সুতরাং তাঁরই নিমিত্তে ইবাদত বা উপাসনা ও সৎ কর্মে তোমরা সদাসর্বদা নিষ্ঠাবান হবে আর নিষ্ঠাবান হয়েই তাঁকে ডাকবে। সমস্ত প্রশংসা সব জগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য”। (সূরা গাফির (আলমুমিন), আয়াত নং 65)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো বলেছেন:

﴿ٱدۡعُواْ رَبَّكُمۡ تَضَرُّعٗا وَخُفۡيَةًۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ ٥٥ وَلَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ
بَعۡدَ إِصۡلَٰحِهَا وَٱدۡعُوهُ خَوۡفٗا وَطَمَعًاۚ إِنَّ رَحۡمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٞ مِّنَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ﴾

[الأعراف: ٥٥-٦٥]

ভাবার্থের অনুবাদ: “তোমরা তোমাদের স্বীয় প্রতিপালককে ডাকো কাকুতি-মিনতি করে এবং সংগোপনে। তিনি কোনো বিষয়ে সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না। পৃথিবীর সার্বিক অবস্থা ঠিক বা সংশোধন করার পর তাতে তোমরা ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে না। তোমরা তোমাদের স্বীয় প্রতিপালককে ডাকবে তোমাদের অন্তরে তাঁর শাস্তির ভয় রেখে এবং তাঁর দয়ার আশা রেখে। নিশ্চয় আল্লাহর করুণা তাঁর অনুতগত লোকদের নিকটবর্তী”। (সূরা আল আরাফ, আয়াত নং 55-66)।

عَنْ ابْنِ عَبَّاس قَالَ كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا؛ فَقَالَ: «**يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا**

عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتْ الأَقْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ». (جامع الترمذي، رقم الحديث ٢٥١٦، وقال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه: حسن صحيح، وصححه الألباني) وإسناده جيد.

অর্থ: আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস [রাদিয়াল্লাহু আনহুমা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: একদা আমি আল্লাহর নাবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর পিছনে একটি যানের উপরে আরোহী বা আরোহণকারী হয়ে বসেছিলাম। তাই তিনি আমাকে বললেন: হে কিশোর! আমি তোমাকে কয়েকটি উপদেশ প্রদান করার ইচ্ছা করেছি: তুমি মহান আল্লাহর বিধান মেনে চলবে, তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি মহান আল্লাহর বিধান মেনে চলবে, তুমি তাঁকে তোমার সহায়ক পাবে। যখন তুমি সাহায্য প্রার্থনা করবে, তখন তুমি মহান আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করবে। আর জেনে রাখো! সমস্ত মানুষ যদি তোমার কিছু মঙ্গল করতে ইচ্ছা করে, তাহলে মহান আল্লাহ তোমার জন্য যতটুকু মঙ্গল নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, ততটুকু মঙ্গল ব্যতীত তারা তোমার জন্য আর কিছুই করতে পারবে না। আর সমস্ত মানুষ যদি তোমার কিছু অমঙ্গল করতে ইচ্ছা করে, তাহলে মহান আল্লাহ তোমার জন্য যতটুকু অমঙ্গল নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, ততটুকু অমঙ্গল ব্যতীত তারা তোমার জন্য আর কিছুই করতে পারবে না। কলম তুলে নেওয়া হয়েছে এবং পৃষ্ঠা শুকিয়ে গেছে”।

[জামে তিরমিযী, হাদীস নং 2516 ইমাম তিরমিযী এই হাদীসটিকে হাসান সহীহ (সঠিক) বলেছেন। আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল্ আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]। এই হাদীসের সানাদ বা বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। এই হাদীসটি কয়েকটি পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে। আর এই হাদীসটি মুসনাদ আহমাদের মধ্যেও রয়েছে, হাদীস নং 2669।

মহান আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকটে প্রার্থনা করা হলো শির্ক ও কুফরী

মহান আল্লাহ তাঁর ঐশীবাণীর গ্রন্থ পবিত্র কুরআনের মধ্যে স্পষ্টভাবে বলেছেন: যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের নিকটে এমন প্রয়োজনীয় বিষয় অর্জন করার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করবে, যে প্রয়োজনীয় বিষয় অর্জন করার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে না, সে মহান আল্লাহকে অস্বীকার ও অমান্য করার পাপে এবং তাঁর অংশীদার স্থাপন করার পাপে পতিত হবে বলেই পরিগণিত। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿ وَمَن يَدۡعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرۡهَٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓۚ إِنَّهُۥ لَا يُفۡلِحُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١٧]

ভাবার্থের অনুবাদ: "আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে ডাকবে, তার এই কাজের কোনো যুক্তি প্রমাণ আল্লাহর পক্ষ থেকে নেই। তাই মহান আল্লাহ তাকে তার এই কর্মের শাস্তি দিবেন এবং তার হিসাব নিবেন। কেননা ইসলামের শিক্ষা অমান্যকারী সমস্ত অমুসলিমদের অবস্থা পরকালে হবে এই রকম যে, তারা জাহান্নামের শাস্তি থেকে কোনো দিন পরিত্রাণ পাবে না"। (সূরা আল মুমিনূন, আয়াত নং 177)।

সুতরাং যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সাথে অন্য কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে ডাকবে, সে মহান আল্লাহকে অস্বীকার ও অমান্যকারী অমুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, যেমনটি এই আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হলো।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো বলেছেন:

﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَـٰفِلُونَ ۝٥ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُوا۟ لَهُمْ أَعْدَآءً وَكَانُوا۟ بِعِبَادَتِهِمْ كَـٰفِرِينَ ﴾ [الأحقاف: ٥-٦]

ভাবার্থের অনুবাদ: “যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য আল্লাহর পরিবর্তে এমন কতকগুলি বাতিল উপাস্যের উপাসনা করবে ও তাদেরকে ডাকবে, যে বাতিল উপাস্যগুলি কেয়ামত পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিতে পারবে না, সেই ব্যক্তির চেয়ে অধিক নির্বোধ পথভ্রষ্ট আর কোনো ব্যক্তি নেই। আর প্রয়োজন পূরণ করার জন্য যে বাতিল উপাস্যগুলিকে ডাকা হয়, সেই বাতিল উপাস্যগুলি উক্ত ব্যক্তির ডাক সম্পর্কে কোনো খবর রাখে না।

আর সমস্ত মানুষকে যখন পরকালে কিয়ামতের দিনে একত্রিত করা হবে, তখন সেই বাতিল উপাস্যগুলি তাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং তাদের ইবাদত উপাসনকে অস্বীকার করবে”। (সূরা আল আহকাফ, আয়াত নং 5-6)।

সুতরাং এই আয়াতটির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে ডাকবে, তার চেয়ে মহান আল্লাহকে অস্বীকার ও অমান্যকারী বড়ো পাপাচারী ও অন্যায়কারী আর কেউ নেই।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো বলেছেন:

﴿ قُلْ إِنَّمَآ أَدْعُوا۟ رَبِّى وَلَآ أُشْرِكُ بِهِۦٓ أَحَدًا ﴾ [الجن:٢٠]

ভাবার্থের অনুবাদ: “হে আল্লাহর দূত বা রাসূল মুহাম্মাদ! তুমি বলে দাও: আমি আমার প্রতিপালকেরই উপাসনা করি এবং তাঁকেই ডাকি আর তাঁর কোনো অংশীদার স্থাপন করি না”। (সূরা আল জিন, আয়াত নং 20)।

এই আয়াতটির মধ্যে আল্লাহর দূত বা রাসূল মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে এই কথাটি বলার উপদেশ প্রদান করা হয়েছে যে, তুমি বলো: আমি মহান আল্লাহকে ডাকার বিষয়ে কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে তাঁর অংশীদার স্থাপন করি না।

4

সমস্ত মানুষ অপারোক ও ক্ষমতাহীন

মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআনের মধ্যে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, সমস্ত মানুষ তাঁর কাছ থেকে যত বড়োই মর্যাদা লাভ করুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে তারা অপারোক, ক্ষমতাহীন ও অক্ষম। তাই মহান আল্লাহ তাদেরকে যে বিষয়ে যতটুকু ক্ষমতা প্রদান করেছেন, তারা সেই বিষয়ে ততটুকুই ক্ষমতা লাভ করতে পেরেছে, এর চেয়ে বেশি কিছু তারা কোনোই ক্ষমতা রাখে না। কেননা তারা তো সমস্ত বিষয়ে মহান আল্লাহর মুখাপেক্ষী। সুতরাং যে সমস্ত মানুষ মহান আল্লাহর কাছে বড়ো মর্যাদা লাভ করেছে, তারাও সাধারণ মানুষের মতই ক্ষমতাহীন। সাধারণ মানুষের যেমন সুখ দুঃখ হয়, তাদের তেমনি সুখ দুঃখ হয়, সাধারণ মানুষ যেমন পানাহার করে, অসুস্থ হয় এবং মৃত্যুবরণ করে, তেমনি তারাও পানাহার করে, অসুস্থ হয় এবং মৃত্যুবরণ করে। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلۡفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلۡغَنِيُّ ٱلۡحَمِيدُ﴾ [فاطر: ١٥]

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে সকল জাতির মানব সমাজ! তোমরা সবাই তোমাদের সমস্ত বিষয়ে আল্লাহর মুখাপেক্ষী। আর মহান আল্লাহ সমস্ত বিষয়ে স্বয়ং সত্তাসহ স্বয়ংসম্পূর্ণ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত"। (সূরা ফতির, আয়াত নং 15)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে মূসা (আলাইহিস্ সালাম) এর ভাষায় বলেছেন:

﴿فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَآ أَنزَلۡتَ إِلَيَّ مِنۡ خَيۡرٖ فَقِيرٞ﴾ [القصص: ٢٤]

ভাবার্থের অনুবাদ: “হে আমার প্রকৃত প্রতিপালক! আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ অবতীর্ণ করবেন, আমি তার মুখাপেক্ষী”। (সূরা আল কাসাস, আয়াত নং 24)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) এর ভাষায় বলেছেন:

﴿وَإِذَا مَرِضۡتُ فَهُوَ يَشۡفِينِ ﴾ [الشعراء: ٨٠]

ভাবার্থের অনুবাদ: “আমি যখন রোগাক্রান্ত হই, তখন সেই মহান আল্লাহ ছাড়া আমাকে কেউ আরোগ্য প্রদান ও তার উপাদান প্রদান করতে পারে না”। (সূরা সূরা আশ্ শুআরা, আয়াত নং 80)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে মারইয়াম- তনয় ঈসা আলমাসীহ (আলাইহিস্ সালাম) এর বিষয়ে বলেছেন:

﴿مَّا ٱلۡمَسِيحُ ٱبۡنُ مَرۡيَمَ إِلَّا رَسُولٞ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُۥ صِدِّيقَةٞۖ كَانَا يَأۡكُلَانِ ٱلطَّعَامَۗ ٱنظُرۡ كَيۡفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلۡأٓيَٰتِ ثُمَّ ٱنظُرۡ أَنَّىٰ يُؤۡفَكُونَ ﴾ [المائدة: ٧٥]

ভাবার্থের অনুবাদ: “মারইয়াম-তনয় ঈসা আলমাসীহ মহান আল্লাহর রাসূল বা দূত ছাড়া আর কিছু নয়। তার পূর্বে অনেক রাসূল অতিক্রান্ত হয়েছেন। আর তার জননী একজন সত্যপরায়ণা, ধর্মপরায়ণা বা ন্যায়পরায়ণা নারী। তারা উভয়েই খাদ্য ভক্ষণ করতো। হে আল্লাহর দূত বা রাসূল মুহাম্মাদ! তুমি ভালো করে লক্ষ্য করো! আমি তাদের জন্য কিভাবে যুক্তি-প্রমাণ বর্ণনা করি, আবার তুমি ভালো করে লক্ষ্য করো! তারা কিভাবে শয়তানের প্রভাবে প্রভাম্বিত হয়ে বিপথগামী হয়ে যাচ্ছে”। (সূরা আল মায়িদা, আয়াত নং 75)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো বলেছেন:

﴿قُلۡ فَمَن يَمۡلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيۡـًٔا إِنۡ أَرَادَ أَن يُهۡلِكَ ٱلۡمَسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَأُمَّهُۥ وَمَن فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا ﴾ [المائدة: ١٧]

ভাবার্থের অনুবাদ: “হে আল্লাহর দূত বা রাসূল মুহাম্মাদ! তুমি বলে দাও: যদি আল্লাহ “মারইয়াম- তনয় ঈসা আলমাসীহকে আর তার জননীকে এবং ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সব কিছুকেই ধ্বংস করতে চান, তাহলে এমন কেউ আছে কি যে, সে আল্লাহর কাছ থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে”? (সূরা আল মায়িদা, আয়াত নং 17)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো বলেছেন:

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا قَبۡلَكَ مِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ إِلَّآ إِنَّهُمۡ لَيَأۡكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمۡشُونَ فِي ٱلۡأَسۡوَاقِ﴾ [الفرقان: ٢٠]

ভাবার্থের অনুবাদ: “হে আল্লাহর দূত বা রাসূল মুহাম্মাদ! আমি তোমার পূর্বে যত দূত বা রাসূল প্রেরণ করেছি, তারা সবাই খাদ্য আহার করতো এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করতো”। (সূরা আল ফুরকান, আয়াত নং 20)।

পবিত্র কুরআনের মধ্যে মহান আল্লাহ তাঁর দূত বা রাসূল মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সম্পর্কে বলেছেন:

﴿إِنَّكَ مَيِّتٞ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ﴾ [الزمر: ٣٠]

ভাবার্থের অনুবাদ: “হে আল্লাহর দূত বা রাসূল মুহাম্মাদ! নিশ্চয় তুমিও মৃত্যুবরণ করবে এবং ওই সমস্ত লোকও মৃত্যুবরণ করবে, যারা প্রকৃত ইসলামের অনুগামী হয়েছে আর যারা তাতে থেকে বিমুখ হয়েছে”। (সূরা আজ জুমার, আয়াত নং 30)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো বলেছেন:

﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْيۡءٍ إِنِّي فَاعِلٞ ذَٰلِكَ غَدًا ٢٣ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُۚ وَٱذۡكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلۡ عَسَىٰٓ أَن يَهۡدِيَنِ رَبِّي لِأَقۡرَبَ مِنۡ هَٰذَا رَشَدٗا﴾ [الكهف: ٢٣]

ভাবার্থের অনুবাদ: “হে আল্লাহর দূত বা রাসূল মুহাম্মাদ! তুমি কোনো একটি কাজের বিষয়ে বলবে না যে, সেই কাজটি আমি আগামী কাল

অবশ্যই করবো, ইনশা আল্লাহ (আল্লাহ ইচ্ছা করলে) বলা ব্যতিরেকে; যেহেতু আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোনো কাজই সংঘটিত হয় না। আর তুমি যখন ইনশা আল্লাহ (আল্লাহ ইচ্ছা করলে) বলা ভুলে যাবে, তখন তোমার প্রতিপালককে স্মরণ করবে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করার মাধ্যমে। এবং বলবে আশা করি আমার প্রতিপালক আমাকে এমন পন্থা অবলম্বন করার শক্তি প্রদান করবেন। যে পন্থা তাঁর নিকটে গুহাবাসীর বিবরণ চাইতেও বেশি উত্তম বলে পরিগণিত ও পরিগৃহীত হবে"। (সূরা আল কাহফ, আয়াত নং 23 এবং আয়াত নং 24)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো বলেছেন:

﴿قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا﴾ [الكهف: ١١٠]

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে আল্লাহর দূত বা রাসূল মুহাম্মাদ! তুমি বলে দাও: আমি আদম সন্তানের অন্তর্ভুক্ত তোমাদের মতই একজন মানুষ, তবে তফাত হলো এই যে, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়: তোমাদের সত্য উপাস্য এক ও অদ্বিতীয় উপাস্য। সুতরাং যে ব্যক্তি তার সত্য উপাস্য ও সত্য প্রতিপালকের সাথে শান্তির সহিত পরকালে সাক্ষাতের কামনা করবে, সে নিষ্ঠাবান হয়ে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক সৎকর্ম সম্পাদন করবে। এবং তার সত্য উপাস্য ও সত্য প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিষ্ঠিত ইবাদত বা উপাসনাতে কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে অংশীদার স্থাপন করবে না"। (সূরা আল কাহফ, আয়াত নং 110)।

বরং মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে এটা ঘোষণা করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহর কতকগুলি দূত বা পয়গম্বরকে তাদের সম্প্রদায়ের লোকেরাই হত্যা করেছে। সুতরাং মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمۡ رَسُولُۢ بِمَا لَا تَهۡوَىٰٓ أَنفُسُكُمُ ٱسۡتَكۡبَرۡتُمۡ فَفَرِيقٗا كَذَّبۡتُمۡ وَفَرِيقٗا تَقۡتُلُونَ﴾
[البقرة: ٨٧]

ভাবার্থের অনুবাদ: "অতঃপর হে হিব্রু জাতি! যখনই কোনো দূত বা রাসূল ও পয়গম্বর এমন নির্দেশ নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে, যা তোমাদের মনে ভালো লাগেনি, তখনই তোমরা অহংকার করেছো। শেষ পর্যন্ত তোমরা মহান আল্লাহর দূত বা রাসূল ও পয়গম্বরগণের একদলকে মিথ্যাবাদী বলেছো এবং একদলকে হত্যা করেছো"। (সূরা আল বাকারা, আয়াত নং 87)।

সুতরাং এই বিষয়ের সারাংশ হলো এই যে, মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের নিকটে এমন প্রয়োজনীয় বিষয় অর্জন করার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা জায়েজ নয়, যে প্রয়োজনীয় বিষয় অর্জন করার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে না। তাই মহান আল্লাহর নিকটেই নিজের প্রয়োজনীয় বিষয় অর্জন করার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা অপরিহার্য। যেহেতু তিনিই সমস্ত বিষয়ে ক্ষমতাবান এবং তিনিই সত্য উপাস্য ও সত্য প্রতিপালক। আর সত্য উপাস্য ও সত্য প্রতিপালক মহান আল্লাহ ছাড়া মানুষের প্রার্থনা কেউ কবুল করার ক্ষমতা রাখে না। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمۡثَالُكُمۡۖ فَٱدۡعُوهُمۡ فَلۡيَسۡتَجِيبُواْ لَكُمۡ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٤]

ভাবার্থের অনুবাদ: "আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে ডাকছো, তারা সবাই তোমাদের মতই মানুষ। অতএব, তোমরা তাদেরকে ডাকো, যদি তোমরা তোমাদের এই ধারণায় সত্যবাদী হও যে, তারা তোমাদের উপকার করতে পারে এবং অপকারও করতে পারে, তাহলে যাদেরকে তোমরা ডাকছো, তারা তোমাদের ডাক কবুল করুক"।! (সূরা আল আরাফ, আয়াত নং 194)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো বলেছেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٞ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥٓۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخۡلُقُواْ ذُبَابٗا وَلَوِ ٱجۡتَمَعُواْ لَهُۥۖ وَإِن يَسۡلُبۡهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيۡـٔٗا لَّا يَسۡتَنقِذُوهُ مِنۡهُۚ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلۡمَطۡلُوبُ﴾ [الحج: ٧٣]

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে সকল জাতির মানব সমাজ! একটি উপমা বর্ণনা করা হলো, অতএব তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করো: তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যে সমস্ত বস্তু বা ব্যক্তি অথবা মূর্তির আরাধনা বা ইবাদত ও উপাসনা করছো এবং তাদেরকে ডাকছো, তারা কখনও একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সকলে একত্রিত হয়ে যায়। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোনো কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতেও পারবে না, প্রার্থনাকারী ও মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে যার কাছে প্রার্থনা করা হয়, উভয়ই শক্তিহীন"। (সূরা আল হাজ্জ, আয়াত নং 73)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো বলেছেন:

﴿وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصۡرِفۡ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾

[الفرقان: ٦٥]

ভাবার্থের অনুবাদ: "এবং প্রকৃত ইসলামের সঠিক অনুগামী মহান আল্লাহর প্রিয় ব্যক্তিরা এটাই বলে: হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের শাস্তি ও তার উপাদানগুলি দূরীভুত করুন; কেননা নিশ্চয় এই জাহান্নামের শাস্তি স্থায়ীভাবেই হবে বিনাশকারী"। (সূরা আল ফুরকান, আয়াত নং 65)।

সমস্ত রাসূল, ফেরেশতা এবং সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি আল্লাহরই নিকটে প্রার্থনা করেন

মহান আল্লাহ ঘোষণা করে দিয়েছেন: তাঁর প্রিয় ব্যক্তিরা যেমন:- তাঁর সমস্ত দূত বা রাসূল ও নাবী কিংবা পয়গম্বর [আলাইহিমুস সালাম] এবং তাঁর সকল সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি আর সকল ফেরেশতা তাদের কোনো বিষয়ে এবং কোনো অবস্থায় মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকটে প্রার্থনা করেন না। তাই এই ক্ষেত্রের সমস্ত বিষয়ে তাঁদের অনুসরণ বা অনুকরণ করা সমস্ত মানুষের প্রতি অপরিহার্য। তাই মহান আল্লাহর দূত বা নাবী কিংবা পয়গম্বর ইউনুস [আলাইহিস সালাম] যখন তিমির পেটের মধ্যে ছিলেন, তখন তিনি যা বলেছেন, সেই সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন:

﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَٰضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقۡدِرَ عَلَيۡهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبۡحَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٧]

ভাবার্থের অনুবাদ: "এবং হে আল্লাহর দূত বা রাসূল মুহাম্মাদ! তুমি তিমি মাছওয়ালা ইউনুস পয়গম্বরের কথা স্মরণ করো: যেহেতু সে ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিলো, অতঃপর মনে করেছিলো যে, আমি তাকে ধৃত করতে পারবো না। অতঃপর সে অন্ধকারের মধ্যে সব জগতের প্রতিপালক সত্য উপাস্য মহান আল্লাহকেই আহ্বান করে বলেছিলো: হে আমার প্রতিপালক! আপনি ব্যতীত সত্য কোনো উপাস্য নেই; আমি আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করি, আমিই প্রকৃতপক্ষে অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত একজন গুনাহগার লোক"। (সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত নং 87)।

মহান আল্লাহ তাঁর দূত বা নাবী অথবা পয়গম্বর জাকারিয়া [আলাইহিস সালাম] সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿وَزَكَرِيَّآ إِذۡ نَادَىٰ رَبَّهُۥ رَبِّ لَا تَذَرۡنِي فَرۡدٗا وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلۡوَٰرِثِينَ ٨٩ فَٱسۡتَجَبۡنَا لَهُۥ وَوَهَبۡنَا لَهُۥ يَحۡيَىٰ وَأَصۡلَحۡنَا لَهُۥ زَوۡجَهُۥٓۚ إِنَّهُمۡ كَانُواْ يُسَٰرِعُونَ فِي ٱلۡخَيۡرَٰتِ وَيَدۡعُونَنَا رَغَبٗا وَرَهَبٗاۖ وَكَانُواْ لَنَا خَٰشِعِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٩ – ٩٠]

ভাবার্থের অনুবাদ: "এবং হে আল্লাহর দূত বা রাসূল মুহাম্মাদ! তুমি জাকারিয়া নাবী বা পয়গম্বরের কথা স্মরণ করো: যেহেতু সে তার প্রকৃত প্রতিপালক সত্য উপাস্য মহান আল্লাহকে আহ্বান করে বলেছিলো:

হে আমার প্রকৃত প্রতিপালক! আপনি আমাকে সন্তানহীন করে একাই রেখে দিবেন না। আর যদিও আপনিই সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী। যেহেতু আপনি অনাদি অনন্ত চিরন্তন চিরঞ্জীব সুতরাং আপনার মৃত্যু নেই। অতঃপর আমি তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলাম। এবং আমি তাকে প্রদান করেছিলাম ইয়াহইয়া [আলাইহিস সালাম]। এবং তার জন্যে তার স্ত্রীকে প্রসব যোগ্য সচ্চরিত্রের অধিকারিণী করেছিলাম। তারা সৎকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়তো, তারা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকতো এবং তারা ছিলো আমার কাছে বিনীত"। (সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত নং 89-90)।

মহান আল্লাহ তাঁর দূত বা নাবী আইয়্যুব [আলাইহিস সালাম] সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿وَأَيُّوبَ إِذۡ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرۡحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ٨٣ فَٱسۡتَجَبۡنَا لَهُۥ فَكَشَفۡنَا مَا بِهِۦ مِن ضُرّٖۖ وَءَاتَيۡنَٰهُ أَهۡلَهُۥ وَمِثۡلَهُم مَّعَهُمۡ رَحۡمَةٗ مِّنۡ عِندِنَا وَذِكۡرَىٰ لِلۡعَٰبِدِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٣–٨٤]

ভাবার্থের অনুবাদ: "এবং হে আল্লাহর দূত বা রাসূল মুহাম্মাদ! তুমি আইয়্যুব নাবী বা পয়গম্বরের কথা স্মরণ করো: যেহেতু সে তার প্রকৃত প্রতিপালক

সত্য উপাস্য মহান আল্লাহকে আহ্বান করে বলেছিলো: হে আমার প্রকৃত প্রতিপালক! আমি দুঃখকষ্টে পতিত হয়েছি আর আপনি সমস্ত দয়াবানের চেয়ে সর্বশ্রেষ্ট দয়াবান। অতঃপর আমি তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলাম। এবং তার দুঃখকষ্ট দূর করে দিয়েছিলাম এবং তার পরিবারবর্গকে তার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। আর আমার পক্ষ থেকে দয়াস্বরূপ তাকে তাদের সাথে সাথে তাদের সমপরিমাণ আরও বেশি বস্তু, নেয়ামত ও পরিবারের লোকজন দিয়েছিলাম। আর এটা হলো আমার ইবাদতকারী বা উপাসনাকারী প্রকৃত ইসলামের অনুগামী ঈমানদার মুসলিমদের জন্যে উপদেশ স্বরূপ"। (সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত নং 83-84)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো বলেছেন:

﴿ٱلَّذِينَ يَحۡمِلُونَ ٱلۡعَرۡشَ وَمَنۡ حَوۡلَهُۥ يُسَبِّحُونَ بِحَمۡدِ رَبِّهِمۡ وَيُؤۡمِنُونَ بِهِۦ وَيَسۡتَغۡفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعۡتَ كُلَّ شَيۡءٖ رَّحۡمَةٗ وَعِلۡمٗا فَٱغۡفِرۡ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمۡ عَذَابَ ٱلۡجَحِيمِ ٧ رَبَّنَا وَأَدۡخِلۡهُمۡ جَنَّٰتِ عَدۡنٍ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمۡ وَمَن صَلَحَ مِنۡ ءَابَآئِهِمۡ وَأَزۡوَٰجِهِمۡ وَذُرِّيَّٰتِهِمۡۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ﴾ [غافر: ٧-٨]

ভাবার্থের অনুবাদ: "যারা মহান আল্লাহর আরশ বা রাজাসন বহন করে এবং যারা তার চারপাশে আছে, তারা তাদের প্রতিপালকের প্রশংসার সহিত পবিত্রতা ঘোষণা করে, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং প্রকৃত ইসলামের অনুগামী ঈমানদার মুসলিমদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে আর বলে: হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আপনার কৃপা ও জ্ঞানের দ্বারা সবকিছুকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছেন। অতএব, যারা তাওবা করে এবং আপনার সত্য ধর্ম প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক জীবনযাপন করে, তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।

হে আমাদের প্রতিপালক! আর আপনি তাদেরকে পরমানন্দের স্থান সেই জান্নাতে প্রবেশ করান চিরকালের জন্য। যে জান্নাতের ওয়াদা আপনি

তাদেরকে দিয়েছেন। এবং তাদের বাপ-দাদা, পত্নী ও সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করে, তাদেরকেও পরমানন্দের স্থান জান্নাতে প্রবেশ করান। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়”। (সূরা গাফির (আলমুমিন), আয়াত নং 7-8)।

এই বিষয়ে এখানে একটি সঠিক ও নির্ভরযোগ্য হাদীস উল্লেখ করা হলো:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمَ بَدْرٍ: «**اَللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ، اَللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ**»؛ فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ؛ فَقَالَ: **حَسْبُكَ**؛ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ﴾ [القمر: ٤٥]. (صحيح البخاري، رقم الحديث ٣٩٥٣).

অর্থ: আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস [রাদিয়াল্লাহু আনহুমা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বদরের যুদ্ধের দিন যুদ্ধের পূর্বে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার সময় বলেছিলেন: “হে আল্লাহ! আমি আপনার প্রতিজ্ঞা ও ওয়াদা বাস্তবায়নের আবেদন ও প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আপনি যদি চান, তাহলে আর কোনো দিন আপনার ইবাদত বা উপাসনা করা হবে না”। এই সময় আবু বাকর [রাদিয়াল্লাহু আনহু] তাঁর হাত ধরে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! মহান আল্লাহর কাছে আপনার প্রার্থনা যথেষ্ট হয়েছে। তাই নাবী কারীম [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এই পবিত্র আয়াতটি পাঠ করতে করতে বেরিয়ে এলেন:

﴿سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ﴾ [القمر: ٤٥]

ভাবার্থের অনুবাদ: “শীঘ্রই দুশমনের এই দলটি পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে”। (সূরা আল কামার, আয়াত নং 45)। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং 3953]।

আল্লামা হাফেজ ইবনু হাজার তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ফাতহুল বারীর মধ্যে বলেছেন: ইমাম তাবরাণী হাসান (সুন্দর) সানাদে বর্ণনা করেছেন: আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ [রাদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর নাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বদরের যুদ্ধের

পূর্বে যে পদ্ধতিতে তাঁর প্রকৃত প্রতিপালক সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর কাছে অনুনয়বিনয় এবং কাকুতিমিনতি করে দোয়া করেছেন আর বলেছেন:

«اَللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ مَا وَعْدتَّنِيْ».

অর্থ: "হে আল্লাহ! আমি আপনার ওয়াদা বাস্তবায়নের আবেদন ও প্রার্থনা করছি"। এই রকমভাবে কাকুতিমিনতি করে প্রার্থনার পদ্ধতি আর কোনো লোককে অবলম্বন করতে দেখিনি। আর এই বিষয়টি ইমাম নাসায়ী তাঁর আস সুনান আল কুবরা গ্রন্থে এই ভাবে উল্লেখ করেছেন:

عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا الْتَقَيْنَا يَوْمَ بَدْرٍ، قَامَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، فَمَا رَأَيْتُ نَاشِدًا يَنْشُدُ حَقًّا لَهُ، أَشَدَّ مِنْ مُنَاشَدَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ تَعَالَى، وَهُوَ يَقُولُ: **«اَللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ وَعْدَكَ وَعَهْدَكَ، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مَا وَعَدْتَنِي، اَللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ، لا تُعْبَدُ فِي الأَرْضِ»**، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا، كَأَنَّ شِقَّةَ وَجْهِهِ الْقَمَرُ؛ فَقَالَ: **«هَذِهِ مَصَارِعُ الْقَوْمِ الْعَشِيَّةَ»**. (أخرجه النسائي في السنن الكبرى برقم ١٠٣٦٧).

অর্থ: আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ [রাদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা বদরের যুদ্ধের দিন যুদ্ধের পূর্বে সবাই যখন একত্রিত হয়েছিলাম, তখন আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে শুরু করেছিলেন। অতঃপর আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে যে পদ্ধতিতে তাঁর প্রকৃত প্রতিপালক সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর কাছে অনুনয়বিনয় এবং কাকুতিমিনতি করে দোয়া করতে দেখেছি, সেই পদ্ধতিতে অনুনয়বিনয় এবং কাকুতিমিনতি করে নিজের প্রাপ্য অর্জন করার জন্য আর কোনো লোককে প্রার্থনা করতে দেখিনি। তিনি মহান আল্লাহর কাছে এই দোয়াটি করেছেন:

«اَللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ وَعْدَكَ وَعَهْدَكَ، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مَا وَعَدْتَنِي، اَللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ، لا تُعْبَدُ فِي الأَرْضِ»،

অর্থ: “হে আল্লাহ্! আমি আপনার প্রতিজ্ঞা ও ওয়াদা বাস্তবায়নের আবেদন ও প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ্! আমি আপনার ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের আবেদন ও প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ্! আপনি যদি এই মুসলিম গোষ্ঠীটিকে ধ্বংসিত করেন, তাহলে এই পৃথিবীতে আর কোনো দিন আপনার ইবাদত করা হবে না”। অতঃপর তিনি যখন আমাদের দিকে তাকালেন, তখন আমরা তাঁর পবিত্র চেহারায় গভীর আনন্দের স্রোত বয়ে যাচ্ছে বলে অনুভব করলাম। আর আমরা এটাও অনুভব করলাম যে, তাঁর আনন্দময় পবিত্র চেহারাটি যেন অতি সুন্দর চাঁদের একটি টুকরো হয়ে গেছে। তার পর তিনি বললেন: “আজ বিকেলে এই সমস্ত স্থানে আমাদের দুশমনের দলটি ধ্বংসিত হবে”। এই হাদীসটি ইমাম নাসায়ী তাঁর আস সুনান আল কুবরা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হাদীস নং 10367।

এই বিষয়টি ইমাম তাবরাণীও এই ভাবে উল্লেখ করেছেন:

وَعَنْ عَبْدِاللَّه بْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا سَمِعْنَا مُنَاشِدًا أَنْشَدَ حَقًّا لَهُ أَشَدَّ مُنَاشَدَةً مِنْ مُحَمَّد يَوْمَ بَدْر، جَعَلَ يَقُولُ: «**اَللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ مَا وَعَدْتَنِي، اَللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ لا تُعْبَدُ**»، ثُمَّ الْتَفَتَ كَأَنَّ وَجْهَهُ الْقَمَرُ؛ فَقَالَ: «**كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى مَصَارِعِ الْقَوْمِ عَشِيَّةً**». وهذا الحديث عند الطبراني (١٠٢٧٠).

অর্থ: আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ [রাদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা বদরের যুদ্ধের দিন যুদ্ধের পূর্বে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে যে পদ্ধতিতে তাঁর প্রকৃত প্রতিপালক সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর কাছে অনুনয়বিনয় এবং কাকুতিমিনতি করে দোয়া করতে দেখেছি, সেই পদ্ধতিতে অনুনয়বিনয় এবং কাকুতিমিনতি করে নিজের প্রাপ্য অর্জন করার জন্য আর কোনো লোকের প্রার্থনা করার কথা শুনতে পাই নি।

তিনি মহান আল্লাহর কাছে এই বলে দোয়া করেছিলেন:

«اَللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ مَا وَعَدْتَنِي، اَللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تُهْلِكَ هَذِهِ الْعِصَابَةَ لا تُعْبَدُ»،

অর্থ: "হে আল্লাহ! আমি আপনার ওয়াদা বাস্তবায়নের প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আপনি যদি এই মুসলিম গোষ্ঠীটিকে ধ্বংসিত করেন, তাহলে এই পৃথিবীতে আর কোনো দিন আপনার ইবাদত বা উপাসনা করা হবে না"।

অতঃপর তিনি যখন আমাদের দিকে তাকালেন, তখন আমরা তাঁর পবিত্র চেহারায় গভীর আনন্দের স্রোত বয়ে যাচ্ছে বলে অনুভব করলাম। আর আমরা এটাও অনুভব করলাম যে, তাঁর আনন্দময় পবিত্র চেহারাটি যেন অতি সুন্দর চাঁদের একটি টুকরো হয়ে গেছে। তার পর তিনি বললেন: "আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, আজ বিকেলে আমাদের দুশমনের দলটি ধ্বংসিত হওয়ার সমস্ত স্থান"। এই হাদীসটি ইমাম তাবরাণী বর্ণনা করেছেন, হাদীস নং 10270।

6

সমস্ত সৃষ্টিজগতের প্রকৃত অধিপতি কেবল মাত্র এক ও অদ্বিতীয় মহান আল্লাহ

এই বিশাল সৃষ্টিজগত এবং এই সৃষ্টিজগতের মধ্যে যাকিছু আছে, সমস্ত বস্তুর প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা ও অধিপতি কেবল মাত্র এক ও অদ্বিতীয় মহান আল্লাহ। এবং এই বিশাল সৃষ্টিজগত এবং এই সৃষ্টিজগতের মধ্যে যাকিছু আছে, সমস্ত বস্তু তাঁরই হাতে রয়েছে, তাঁরই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এবং সমস্ত বস্তু তাঁরই পরিচালন ক্রিয়ার আওতার মধ্যেই রয়েছে। তাই কেবল মাত্র তাঁকেই ডাকা ও তাঁর কাছেই প্রার্থনা করা অপরিহার্য; যেহেতু তিনিই এই বিশাল সৃষ্টিজগত এবং এই সৃষ্টিজগতের মধ্যে যাকিছু আছে, সমস্ত বস্তুর প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা ও অধিপতি। এবং তাঁরই আদেশ মোতাবেক এই বিশাল সৃষ্টিজগত এবং এই সৃষ্টিজগতের সমস্ত বস্তু পারচালিত হয়। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ ۝٥ لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَا وَمَا تَحۡتَ ٱلثَّرَىٰ﴾ [طه: ٥- ٦]

ভাবার্থের অনুবাদ: “মহান আল্লাহ অনন্ত করুণাময় আকাশের উপরে তাঁর আরশ বা রাজাসনের ঊর্ধ্বে অবস্থিত হয়েছেন। সমস্ত নভোমণ্ডল, ভুমণ্ডলে আর এইগুলির মধ্যবর্তী স্থানে এবং সিক্ত ভূগর্ভে যা কিছু আছে, তা তাঁরই”। (সূরা তাহা, আয়াত নং 5-6)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো বলেছেন:

﴿يَعۡلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَا يَخۡرُجُ مِنۡهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعۡرُجُ فِيهَاۖ وَهُوَ مَعَكُمۡ أَيۡنَ مَا كُنتُمۡۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ﴾ [الحديد: ٤]

ভাবার্থের অনুবাদ: “তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা ভূমি থেকে নির্গত হয় এবং যা আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয় ও যা আকাশে উত্থিত হয়। তিনি তাঁর জ্ঞান ও শক্তির দ্বারা তোমাদের সাথে থেকেই তোমাদেরকে প্রত্যক্ষ করছেন, তোমরা যেখানেই থাকো না কেন। আর তোমরা যে সমস্ত কর্ম করো, আল্লাহ সে সমস্ত কর্মের প্রত্যক্ষদর্শনকারী”। (সূরা আল হাদীদ, আয়াত নং আয়াত নং 4 এর অংশবিশেষ)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো বলেছেন:

﴿إِن تَدۡعُوهُمۡ لَا يَسۡمَعُواْ دُعَآءَكُمۡ وَلَوۡ سَمِعُواْ مَا ٱسۡتَجَابُواْ لَكُمۡۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ يَكۡفُرُونَ بِشِرۡكِكُمۡۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثۡلُ خَبِيرٖ﴾ [فاطر: ١٤]

ভাবার্থের অনুবাদ:“ তোমরা সেই সব বাতিল উপাস্য ও মূর্তিগুলিকে ডাকলে তারা তোমাদের ডাক শুনে না। আর শুনলেও তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না। কেয়ামতের দিন তোমাদের এই রকমভাবে তাদেরকে ডাকা ও তাদের উপাসনা করার বিষয়টিকে তারা অস্বীকার করবে। আর হে আল্লাহর দূত বা রাসূল মুহাম্মাদ! প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ন্যায় তোমাকে এই বিষয়ে কেউ সঠিক জ্ঞান প্রদান করতে পারবে না”। (সূরা ফাতির, আয়াত নং 14)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে নিজের সত্তার ব্যাপারে বলেছেন:

﴿ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ﴾ [الإخلاص: ٢]

ভাবার্থের অনুবাদ: “মহান আল্লাহ সৃষ্টিজগতের সমস্ত বস্তু হতে অমুখাপেক্ষী”। (সূরা আল ইখলাস, আয়াত নং 2)।

সুতরাং সত্য উপাস্য মহান আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। মানব জাতি এবং সৃষ্টি জগতের সব কিছুই তাঁর মুখাপেক্ষী।

7

দোয়া কবুল করা বা না করার মালিক একমাত্র মহান আল্লাহ

মহান আল্লাহ ঘোষণা করে দিয়েছেন: তিনি তাঁর কতকগুলি দূত বা রাসূল ও নাবী কিংবা পয়গম্বর [আলাইহিমুস সালাম] এর কোনো কোনো দোয়া বা প্রার্থনা কোনো কোনো সময় কবুল করেন নি। তাই তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী কোনো কোনো সময় কাজ সম্পন্ন হয় নি। যেমন:- মহান আল্লাহ তাঁর দূত বা রাসূল ও নাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿إِنَّكَ لَا تَهۡدِي مَنۡ أَحۡبَبۡتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهۡدِي مَن يَشَآءُۚ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ﴾

[القصص: ٥٦]

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে আল্লাহর দূত বা রাসূল মুহাম্মাদ! তুমি যাকে ইচ্ছা করবে, তাকেই সৎপথে এনে প্রকৃত ইসলামের অনুগামী করতে পারবে না, তবে মহান আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করবেন, তাকেই সৎপথে এনে প্রকৃত ইসলামের অনুগামী করতে পারবেন। যেহেতু তিনি ভালোভাবে জানেন: প্রকৃত ইসলামের অনুগামী হওয়ার সঠিক অধিকারী কে হতে পারবে আর কে হতে পারবে না"। (সূরা আল কাসাস, আয়াত নং 56)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো বলেছেন:

﴿ٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ أَوۡ لَا تَسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ إِن تَسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ سَبۡعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغۡفِرَ ٱللَّهُ لَهُمۡ﴾

[التوبة: ٨٠]

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে আল্লাহর দূত বা রাসূল মুহাম্মাদ! যারা প্রকৃতপক্ষে

আন্তরিকতার সহিত সঠিক ইসলামের অনুগামী নয়, তাদের জন্য মহান আল্লাহর কাছে তুমি ক্ষমা প্রার্থনা করো আর না করো। যদি তুমি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমাপ্রার্থনা করো, তবুও তাদেরকে মহান আল্লাহ কোনো সময় ক্ষমা করবেন না”। (সূরা আত তাওবা, আয়াত নং 80 এর অংশবিশেষ)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো বলেছেন:

﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسۡتَغۡفِرُواْ لِلۡمُشۡرِكِينَ وَلَوۡ كَانُوٓاْ أُوْلِي قُرۡبَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمۡ أَنَّهُمۡ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَحِيمِ﴾ [التوبة: ١١٣]

ভাবার্থের অনুবাদ: “আল্লাহর দূত বা নাবী মুহাম্মাদ ও প্রকৃত ইসলামের সঠিক অনুগামী ব্যক্তিদের জন্য এটা উচিত নয় যে, তারা আল্লাহর অংশীদার স্থাপনকারী অমুসলিমদের জন্য মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, যদিও তারা আত্নীয় হয়। এই বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যে, তারা অবশ্যই জাহান্নামবাসী”। (সূরা আত তাওবা, আয়াত নং 113)।

মহান আল্লাহ তাঁর দূত বা রাসূল ও নাবী ইবরাহীম [আলাইহিস সালাম] সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿وَمَا كَانَ ٱسۡتِغۡفَارُ إِبۡرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوۡعِدَةٖ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥٓ أَنَّهُۥ عَدُوّٞ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنۡهُۚ إِنَّ إِبۡرَٰهِيمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيمٞ﴾ [التوبة: ١١٤]

ভাবার্থের অনুবাদ: “আর ইবরাহীম [আলাইহিস সালাম] কর্তৃক স্বীয় পিতার জন্য মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা কামনা ছিলো কেবল সেই প্রতিশ্রুতির কারণে, যা তিনি তার সাথে করেছিলেন। অতঃপর যখন তার কাছে এই কথাটি প্রকাশ পেলো যে, সে আল্লাহর শত্রু তখন তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিলেন। প্রকৃতপক্ষে ইবরাহীম অতিশয় বিনয়ী সহনশীল মানুষ”। (সূরা আত তাওবা, আয়াত নং 114)।

এই ক্ষেত্রে সবাই জ্ঞাত যে, ইবরাহীম [আলাইহিস সালাম] এর প্রার্থনা তাঁর পিতার জন্য মহান আল্লাহর কাছে কবুল হয় নি।

মহান আল্লাহ তাঁর দূত বা রাসূল ও নাবী নূহ [আলাইহিস সালাম] সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُۥ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبۡنِي مِنۡ أَهۡلِي وَإِنَّ وَعۡدَكَ ٱلۡحَقُّ وَأَنتَ أَحۡكَمُ ٱلۡحَٰكِمِينَ ٤٥ قَالَ يَٰنُوحُ إِنَّهُۥ لَيۡسَ مِنۡ أَهۡلِكَۖ إِنَّهُۥ عَمَلٌ غَيۡرُ صَٰلِحٖۖ فَلَا تَسۡـَٔلۡنِ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۖ إِنِّيٓ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلۡجَٰهِلِينَ ٤٦ قَالَ رَبِّ إِنِّيٓ أَعُوذُ بِكَ أَنۡ أَسۡـَٔلَكَ مَا لَيۡسَ لِي بِهِۦ عِلۡمٞۖ وَإِلَّا تَغۡفِرۡ لِي وَتَرۡحَمۡنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ﴾ [هود: ٤٥-٤٧]

ভাবার্থের অনুবাদ: "আর নূহ [আলাইহিস সালাম] তাঁর প্রতিপালককে ডেকেছিলেন এবং বলেছিলেন: হে আমার সত্য উপাস্য প্রকৃত প্রতিপালক! আমার পুত্র তো আমার পরিবারভুক্ত; আর আপনার ওয়াদাও নিঃসন্দেহে সত্য। আর আপনিই সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ফয়সালাকারী। আল্লাহ বললেন: হে নূহ! নিশ্চয় সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়। নিশ্চই সে দুরাচার! সুতরাং আমার কাছে তুমি এমন দরখাস্ত করবে না, যার খবর তুমি জান না। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, যাতে তুমি অজ্ঞদের দলভুক্ত হবে না। নূহ [আলাইহিস সালাম] বললেন: হে আমার প্রতিপালক আমার যা জানা নেই এমন কোনো দরখাস্ত করা হতে আমি আপনার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন, আমার প্রতি দয়া না করেন, তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হবো"। (সূরা হুদ, আয়াত নং 45-47)।

সুতরাং মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের নিকটে কি করে প্রার্থনা করা বৈধ হবে?

আবার এটাও ভালোভাবে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, আল্লাহর রাসূল বা দূত মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর নেতৃত্বে মুসলিমগণ ওহুদের যুদ্ধে কুরাইশ বংশের মুশরিকদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। এই যুদ্ধে মুসলিমগণ জয়লাভ করার ইচ্ছা রেখেছিলেন, কিন্তু তাঁরা তাতে জয়ী হতে পারেন নি। যদিও তাঁরা জয়লাভ করার সঠিক উপাদান অবলম্বন

করেছিলেন। সুতরাং এই বিষয়টির কথা পবিত্র কুরআনের মধ্যে সূরা আল ইমরানের কতকগুলি আয়াতে উল্লখিত হয়েছে। ওহুদের যুদ্ধে মুসলিমগণের যে সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেই সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি বা লোকসানাদির কথা উক্ত আয়াতগুলির মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে এবং মুসলিমদেরকে অনেক শিক্ষামূলক বার্তা ও উপদেশ প্রদান করা হয়েছে।

আর এটাও ভালোভাবে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, আলী বিন আবু তালেব [রাদিয়াল্লাহু আনহু] সিফিফনের যুদ্ধে তাঁর বিরোধী দলকে পরাজয় করে নিজে জয়লাভ করার ইচ্ছা করেছিলেন, কিন্তু তিনি তাতে জয়ী হতে পারেন নি। যদিও তিনি জয়লাভ করার সঠিক উপাদান অবলম্বন করেছিলেন।

এখন এটাও লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, হুসাইন বিন আলী [রাদিয়াল্লাহু আনহু] নিজেকে তাঁর বিরোধী দলের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করতে করতে স্বয়ং নিজে এবং নিজের পরিবার-পরিজনের কতকগুলি লোকসহ নিহত হয়েছেন। সুতরাং তিনি নিজেকে এবং নিজের পরিবার-পরিজনের লোকজনকে রক্ষা করতে পারেন নি।

অতএব যারা মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে আলী বিন আবু তালেব [রাদিয়াল্লাহু আনহু] কে এবং হুসাইন বিন আলী [রাদিয়াল্লাহু আনহু] কে নিজেদের প্রয়োজনীয় বিষয় অর্জন করার উদ্দেশ্যে ডাকছে বা তাঁদের নিকটে প্রার্থনা করছে, তারা যেন গভীরভাবে একটু চিন্তা করে দেখে যে, আলী বিন আবু তালেব [রাদিয়াল্লাহু আনহু] এবং হুসাইন বিন আলী [রাদিয়াল্লাহু আনহু] তো নিজেরাই নিজেদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম হন নি। এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনকেও রক্ষা করতে পারেন নি বা তাদের নির্ধারিত ভাগ্যকে পরিবর্তিত করতে পারেন নি। এই বিষয়টি সঠিক বুদ্ধির দ্বারা এবং বাস্তব ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত। তাই এই বিষয়টিকে কেউ অমান্য করতে পারবে না। আর জেনে রাখা দরকার যে, আলী বিন আবু তালেব [রাদিয়াল্লাহু আনহু] এবং হুসাইন বিন আলী [রাদিয়াল্লাহু আনহু] নিজেদের প্রয়োজনীয় বিষয়

অর্জন করার উদ্দেশ্যে এবং দুঃখ কষ্ট দূর করার জন্য সদাসর্বদা মহান আল্লাহর নিকটেই প্রার্থনা করতেন। সুতরাং যারা তাঁদেরকে ভালোবাসার দাবি করবে, তারা তাঁদের পথ ও পন্থা অবশ্যই অবলম্বন করবে।

তবে দুঃখের সহিত বলতে হচ্ছে যে, কতকগুলি লোক মাসজিদুল হারামের ভিতরে কাবা ঘরের কাছে, যখন দাঁড়াবার ইচ্ছা করে, তখন বলে: হে আলী!

এই কথাটি প্রকৃত ইসলাম ধর্মের একজন পণ্ডিত বা জ্ঞানী আলেম যখন শুনলেন, তখন তাদেরই একজনকে বললেন: তুমি যদি কোনো লোকের বাড়িতে থাকো, আর উক্ত বাড়ির কোনো জিনিসের যদি তোমার প্রয়োজন হয়, তাহলে তুমি তা সেই বাড়ির মালিকের কাছে চাইবে? কি তার প্রতিবেশীর কাছে চাইবে? তখন সে এই বলে উত্তর দিলো যে, তা সেই বাড়ির মালিকের কাছেই চাইবো।

দেখুন আপনার জীবনকে মহান আল্লাহ কল্যাণময় করুন! কি ভাবে সে সত্য বিষয়টিকে গ্রহণ করলো। এবং সে তা অমান্য করতে পারলো না।

তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ يَبۡتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلۡوَسِيلَةَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ وَيَرۡجُونَ رَحۡمَتَهُۥ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥٓۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحۡذُورٗا ﴾ [الإسراء: ٥٧]

ভাবার্থের অনুবাদ:" যাদেরকে তারা আহ্বান করে, তারা নিজেরাই তো তাদের পালনকর্তার নৈকট্য লাভের জন্য মধ্যস্থ তালাশ করে যে, তাদের মধ্যে কে বেশি নৈকট্যশীল। তারা তাঁর দয়ার আশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের শাস্তি ভয়াবহ"। (সূরা আল ইসরা (বানী ইসরাইল), আয়াত নং 57)।

এই বিষয়টিকে প্রমাণিত করবার জন্য এখানে একটি দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ বা উপমা পেশ করছি। এই দৃষ্টান্তটি সবাই সহজে বুঝতে পারবে। দৃষ্টান্তটি হলো:

যদি মহান আল্লাহ একজন লোককে অনেক টাকাপয়সা ও ধনসম্পদ প্রদান করে থাকেন এবং তার অনেক সন্তানসন্ততিও থাকে। আর লোকটি তার সন্তানসন্ততিদেরকে সদাসর্বদা বলে থাকে: তোমাদের খোরপোশ জোগানোর সুব্যবস্থা করার জন্য যে সমস্ত জরুরি জিনিসের প্রয়োজন হবে, সে সমস্ত জরুরি জিনিসের কথা আমাকে বলবে। আমি তোমাদের জরুরি প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসের সুব্যবস্থা করবো। কিন্তু তার সন্তানসন্ততিরা তাদের পিতার কাছে কোনো জরুরি প্রয়োজনীয় জিনিসের কথা বলেনা এবং কোনো জরুরি প্রয়োজনীয় জিনিস তাদের পিতার কাছেও চায়না। বরং তারা তাদের প্রতিবেশীদের কাছে চায়।! তাই তাদের এই কাজটি কি বুদ্ধি সম্মত বলে বিবেচিত হবে?! অথবা তাদের এই কাজটি কি বুদ্ধির বিপরীত কাজ বলে বিবেচিত হবে না?! এই দৃষ্টান্তটির সম্পর্ক রয়েছে মানুষের সাথে। তবুও এই কাজটি বুদ্ধি সম্মত বলে বিবেচিত হয় না। তাহলে মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের কাছে চাওয়া বা প্রার্থনা করা কি করে বুদ্ধি সম্মত কাজ হতে পারে?! যেহেতু মানুষ মহান আল্লাহর জগতে বসবাস করছে এবং মহান আল্লাহ তাকে উপদেশ প্রদান করেছেন যে, সে যেন তার সমস্ত জরুরি জিনিস মহান আল্লাহরই কাছে প্রার্থনা করে। তাই মানুষের জন্য এটা উচিত যে, সে যেন তার প্রকৃত প্রতিপালক, সত্য সৃষ্টিকর্তা, সঠিক অধিপতি এবং সহায়ক মহান আল্লাহকেই তার প্রয়োজনীয় বিষয় অর্জন করার উদ্দেশ্যে এবং তার দুঃখ কষ্ট দূর করার উদ্দেশ্যে ডাকে।

তবে মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করার বিষয়ে কোনো কোনো ব্যক্তি এখানে আল্লাহর নাবীগণ [আলাইহিমুস সালাম] এর মোজেজা বা অলৌকিক ঘটনাসমূহকে সামনে রেখে প্রশ্ন করতে পারে যে, নাবীগণ [আলাইহিমুস সালাম] এর মধ্যে মুসা [আলাইহিস সালাম] তাঁর লাঠির দ্বারা পাথরের উপর আঘাত করতেন এবং তার ভিতর থেকে ফুটে বের হতো পানির স্রবণ। আর ঈসা [আলাইহিস সালাম] মৃতকে জীবিত করতেন, জন্মান্ধকে এবং শ্বেত কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করে তুলতেন।

এই সমস্ত কথার উত্তর নিম্নের পদ্ধতি মোতাবেক প্রদান করা হলো:

1 এই সমস্ত মোজেজা বা এই সমস্ত অলৌকিক ঘটনা ঘটাবার ক্ষমতা মহান আল্লাহ তাঁর নাবীগণ [আলাইহিমুস সালাম] কে প্রদান করেছেন। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ أَنِّي قَدۡ جِئۡتُكُم بِـَٔايَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ أَنِّيٓ أَخۡلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيۡـَٔةِ ٱلطَّيۡرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيۡرَۢا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۖ وَأُبۡرِئُ ٱلۡأَكۡمَهَ وَٱلۡأَبۡرَصَ وَأُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىٰ بِإِذۡنِ ٱللَّهِ﴾ [آل عمران: ٤٩].

ভাবার্থের অনুবাদ: “আর আমি ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) কে ইসরাঈল সম্প্রদায়ের জন্য রাসূল বা দূত হিসেবে প্রেরণ করার উদ্দ্যেশ্যে মনোনীত করেছি। তাই ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) বলেছিলো: নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকটে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের জন্য মাটির দ্বারা পাখীর আকৃতি তৈরী করি। তারপর তাতে যখন ফুৎকার প্রদান করি, তখন তা আল্লাহর হুকুমে উড়ন্ত পাখীতে পরিণত হয়ে যায়। আর আল্লাহর হুকুমে আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ধকে এবং শ্বেত কুষ্ঠ রোগীকে আর আমি জীবিত করি মৃতকে আল্লাহর হুকুমে”। (সূরা আল ইমরান, আয়াত নং 49 এর অংশবিশেষ)।

সুতরাং মানুষের জন্য এটা জেনে নেওয়া উচিত যে, সে নিজের প্রয়োজনীয় বিষয় অর্জন করার উদ্দেশ্যে অথবা তার দুঃখ কষ্ট থেকে পরিত্রাণ লাভ করার জন্য কিংবা তার আরোগ্য লাভ করার উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহর নিকটেই প্রার্থনা করবে। কেননা মহান আল্লাহই কেবল মাত্র মানব জাতি, সৃষ্টি জগত এবং সৃষ্টি জগতের সমস্ত বস্তুর প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা। আর সমস্ত মোজেজা বা সমস্ত অলৌকিক ঘটনারও কেবল তিনি সত্য ও প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা।

2. নাবীগণ [আলাইহিমুস সালাম] মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের নিকটে প্রার্থনা করতেন না। এবং সমস্ত বিষয়ে তাঁরা মহান আল্লাহর নিকটেই প্রার্থনা করতেন আর তাঁকেই ডাকতেন। যেমনটি এর পূর্বে অনেক আয়াতের মাধ্যমে এই বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং আপনি তাঁদের অনুসরণ করুন এবং তাঁদের পন্থা মেনে চলুন।

3. এর পূর্বে যে সমস্ত যুক্তি প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছে, সে সমস্ত যুক্তি প্রমাণের দ্বারা স্পষ্টভাবে সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের নিকটে এমন প্রয়োজনীয় বিষয় অর্জন করার উদ্দেশ্যে সাহায্য প্রার্থনা করা বৈধ নয়, যে বিষয়ে মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে না। আর মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের নিকটে দুঃখ কষ্ট দূর করার জন্য কিংবা পরিত্রাণ, আরোগ্য এবং সন্তান লাভ করার জন্য প্রার্থনা করা জায়েজ নয়। তাই মানুষের উচিত যে, সে নিজের প্রয়োজনীয় বিষয় অর্জন করার উদ্দেশ্যে সর্ব প্রথমে মহান আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করবে। আবু জাফার মুহাম্মাদ আল বাকির (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন: যে ব্যক্তির কোনো লোকের কাছ থেকে কোনো প্রয়োজনীয় বিষয় অর্জন করার দরকার হবে, সে যেন সর্ব প্রথমে তা মহান আল্লাহর কাছ থেকেই অর্জন করার চেষ্টা করে ও প্রার্থনা করে।[1]

1 দেখতে পারা যায়:
كتاب المستغيثين بالله تعالى عند المهمات والحاجات والمتضرعين إليه سبحانه بالرغبات والدعوات وما يسّر الله الكريم لهم من الإجابات والكرامات للعلامة الحافظ أبي القاسم خلف بن عبدالملك بن مسعود بن بَشْكُوال الخزرجي الأنصاري الأندلسي، رقم الصفحة ٦٨ .
কিতাবুল মুসতাগিসীন, প্রণয়নে: আল্লামা আল হাফিজ ইবন বাশকুওয়াল, পৃ: নং 68। (বাংলা অনুবাদক: ডক্টর মুহাম্মাদ মর্তুজা বিন আয়েশ মুহাম্মাদ)।

মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ও উদারতা

মহান আল্লাহ যেমন সমস্ত মানুষকে উপদেশ প্রদান করেছেন: যে তারা যেন সবাই তাদের প্রয়োজনীয় বিষয় অর্জন করার উদ্দেশ্যে এক মাত্র মহান আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করে এবং তাঁকেই ডাকে। আর তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যের নিকটে প্রার্থনা না করে, এবং অন্যকে না ডাকে। তেমনি মহান আল্লাহ সমস্ত মানুষের এই কাজটি ভালোবাসেন যে, তারা সবাই তাদের প্রয়োজনীয় বিষয় অর্জন করার উদ্দেশ্যে এক মাত্র মহান আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করবে এবং তাঁকেই ডাকবে। আর তারা সমস্ত বিষয়ে এবং সমস্ত কাজের ব্যাপারে এক মাত্র মহান আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে। কেননা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার বিষয়টি হলো তাঁর পছন্দমাফিক কাজ। সুতরাং যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে, সে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারবে। এই বিষয়টি প্রমাণিত হয় একটি মহা কুদসী হাদীসের মাধ্যমে।[1]

আর সেই হাদীসটি হলো:

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلّى اللهُ عَلَيْه وَسَلّم: «**يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِيْ؛ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِيْ؛ فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِيْ؛ فَأَغْفِرَ لَهُ**». (صحيح البخاري، رقم الحديث ١١٤٥، واللفظ له، وصحيح مسلم، رقم الحديث ١٦٨ – (٧٥٨)).

1 কুদসী হাদীস: যে হাদীসের মুল বক্তব্য মহান আল্লাহ সরাসরি তাঁর রাসূল বা দূত মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে প্রতিভাসের মাধ্যমে বা স্বপ্ন যোগের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন এবং আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নিজের ভাষায় তা বর্ণনা করেছেন, তাকে কুদসী হাদীস বলে। (বাংলা অনুবাদক: ডক্টর মুহাম্মাদ মর্তুজা বিন আয়েশ মুহাম্মাদ)।

অর্থ: আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: “আমাদের কল্যাণময় প্রতিপালক মহান আল্লাহ প্রতি রাতের তৃতীয় প্রহরে নিম্ন আকাশে অবতরণ করেন এবং বলেন: কোন্ লোকটি আমার কাছে কি প্রার্থনা করছে যে, আমি তাকে তার প্রত্যাশিত বস্তু প্রদান করবো। কোন্ লোকটি আমার কাছে কি চাচ্ছে যে, আমি তাকে তার কাম্য বস্তু প্রদান করবো। কোন্ লোকটি আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছে যে, আমি তাকে আমার ক্ষমা প্রদান করবো”।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং 1145 এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 168 -(758), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে]।

এই হাদীসটি অনেক জন সাহাবীর মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। তাই এই হাদীসটি সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, বিভিন্ন সুনান গ্রন্থে এবং কতকগুলি মুসনাদ গ্রন্থেও উল্লিখিত হয়েছে। এই হাদীসটি সঠিক এবং মুতাওয়াতির।[1]

উক্ত হাদীসটির মধ্যে লক্ষ্য করা যেতে পারে মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ও উদারতা। তিনি স্বয়ং সমস্ত মানুষকে উৎসাহিত করছেন, তারা যেন তাঁর কাছে প্রার্থনা করে। প্রতি রাতে মহান আল্লাহ সমস্ত মানুষকে উৎসাহিত করছেন তারা যেন তাঁর কাছে প্রার্থনা করে। অথচ তিনি সম্পূর্ণরূপে সমস্ত মানুষ হতে এবং সকল প্রকারের সৃষ্টি জগৎ হতে অমুখাপেক্ষী। সুতরাং মানুষ যেন মহান প্রতিপালক প্রকৃত উপাস্য আল্লাহর এই অনুগ্রহ ও উদারতা গ্রহণ করে এবং বেশি বেশি করে মহান আল্লাহর কাছেই নিজের প্রয়োজনীয় বিষয় অর্জন করার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করে ও দোয়া করে। এর মাধ্যমে সে নিজের অন্তরে শান্তি লাভ করতে পারবে, মনের মধ্যে আনন্দ

1 পারিভাষিক অর্থে আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর কথা, কাজ, সমর্থন, আচরণ এমনকি তাঁর দৈহিক ও মানসিক কাঠামো সংক্রান্ত বিবরণকেও হাদীস বলা হয়। হাদীস মুতাওয়াতির: সেই সব হাদীসকে বলা হয়, যে সব হাদীসের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা প্রতিটি যুগে এতোই বেশি ছিলো যে, তাদের মিথ্যাচারের প্রতি মতৈক্য হওয়া স্বাভাবিকভাবেই অসম্ভব বলে বিবেচিত হয়। (বাংলা অনুবাদক: ডক্টর মুহাম্মাদ মর্তুজা বিন আয়েশ মুহাম্মাদ)।

লাভ করতে পারবে এবং মহান আল্লাহর প্রতি তার ঈমান ও আস্থা বৃদ্ধি পাবে। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿وَسۡـَٔلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضۡلِهِۦٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمًا﴾ [النساء: ٣٢]

ভাবার্থের অনুবাদ: "আর হে ঈমানদার মুসলিম জাতি! তোমরা সবাই মহান আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করো। নিঃসন্দেহে তিনি সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত"। (সূরা আন্নিসা, আয়াত নং 32 এর অংশবিশেষ)।

ইমাম মুসলিম (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর নিজ সহীহ গ্রন্থে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। আর সেই হাদীসটি হলো:

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا رَوَى عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ : «**يَا عِبَادِيْ إِنِّيْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِيْ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا؛ فَلَا تَظَالَمُوْا، يَا عِبَادِيْ كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ؛ فَاسْتَهْدُوْنِي أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِيْ كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ؛ فَاسْتَطْعِمُوْنِيْ أُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِيْ كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ؛ فَاسْتَكْسُوْنِيْ أَكْسُكُمْ...**». (صحيح مسلم، جزء من رقم الحديث ٥٥- (٢٥٧٧)،).

অর্থ: আবু জার [রাদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কল্যাণময় প্রতিপালক মহান আল্লাহর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন: "কল্যাণময় প্রতিপালক মহান আল্লাহ বলেন: হে আমার মানব সমাজ! আমি জুলুম অত্যাচার করা আমার নিজের প্রতি হারাম ও অবৈধ করে নিয়েছি, সুতরাং তোমরাও তোমাদের মধ্যে পরস্পর জুলুম অত্যাচার করবে না।

হে আমার মানব সমাজ! আমি যে ব্যক্তিকে প্রকৃত ইসলামের পথে পরিচালিত করি, সে ব্যক্তি ব্যতীত তোমরা সবাই বিপথগামী; অতএব তোমরা সবাই আমার কাছে প্রকৃত ইসলামের পথে পরিচালিত হওয়ার

শক্তি প্রার্থনা করো, আমি তোমাদের সকলকে প্রকৃত ইসলামের পথে পরিচালিত হওয়ার শক্তি প্রদান করবো।

হে আমার মানব সমাজ! আমি যে ব্যক্তিকে খাদ্য প্রদান করি, সে ব্যক্তি ব্যতীত তোমরা সবাই ক্ষুধার্ত; অতএব তোমরা সবাই আমার কাছে খাদ্য প্রার্থনা করো, আমি তোমাদের সকলকে খাদ্য প্রদান করবো।

হে আমার মানব সমাজ! আমি যে ব্যক্তিকে বস্ত্র প্রদান করি, সে ব্যক্তি ব্যতীত তোমরা সবাই বস্ত্রহীন; অতএব তোমরা সবাই আমার কাছে বস্ত্র প্রার্থনা করো, আমি তোমাদের সকলকে বস্ত্র প্রদান করবো”। ....

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 55 -(2577) এর অংশবিশেষ]।

এই হাদীসটির বর্ণনাকারীদের মধ্যে এক জন বর্ণনাকারী হলেন: সাঈদ বিন আব্দুল আজীজ, তিনি এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আবু ইদরীস আল খাওলানী (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে। তাই সাঈদ বিন আব্দুল আজীজ বলেন: আবু ইদরীস আল খাওলানী (রাহিমাহুল্লাহ) যখন এই হাদীসটি বর্ণনা করতেন, তখন তিনি নতজানু হয়ে বা হাঁটু গেড়ে বসে যেতেন।

অন্য একটি হাদীস এই ভাবে উল্লিখিত হয়েছে:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «**إِنَّهُ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ؛ يَغْضَبْ عَلَيْهِ**». (جامع الترمذي، رقم الحديث ٣٣٧٣، واللفظ له، وسنن ابن ماجه، رقم الحديث ٣٨٢٧، وحسنه الألباني).

অর্থ: আবু হুরায়রা [রাদিয়াল্লাহু আনহু] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: “যে ব্যক্তি অহংকার ও আত্মম্ভরিতার সহিত মহান আল্লাহর নিকটে নিজের প্রয়োজনীয় বিষয় অর্জন করার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা বা দোয়া করবে না, মহান আল্লাহ তার প্রতি রাগান্বিত হন”।

[জামে তিরমিযী, হাদীস নং 3373, সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং 3827, তবে হাদীসের শব্দগুলি জামে তিরমিযী থেকে নেওয়া হয়েছে। আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল্ আলবাণী হাদীসটিকে হাসান (সুন্দর) বলেছেন]।

এই হাদীসটিকে কতকগুলি ওলামায়ে ইসলাম নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত করেছেন, যদিও তার মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে। কিন্তু এই হাদীসটিকে পবিত্র কুরআন ও নির্ভরযোগ্য হাদীস পুরোপুরিভাবে সমর্থন করে।[1]

তাই যে ব্যক্তি সাধারণভাবে মহান আল্লাহর কাছে নিজের প্রয়োজনীয় বিষয় অর্জন করার উদ্দেশ্যে কোনো সময় কিছু প্রার্থনা করবে না, তার প্রতি মহান আল্লাহ রাগান্বিত হবেন। যেহেতু সে আসলে মহান আল্লাহকে প্রকৃত প্রতিপালক এবং সত্য উপাস্য হিসাবে বিশ্বাস করে না। আর দোয়ার মধ্যে কতকগুলি দোয়া রয়েছে ওয়াজেব বা অপরিহার্য। যেমন:- প্রকৃত ইসলামের পথে পরিচালিত হওয়ার জন্য মহান আল্লাহর কাছে শক্তি প্রার্থনা করা। যেহেতু মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿ ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة: ٦]

ভাবার্থের অনুবাদ: “ হে সকল প্রকারের সৃষ্টি জগতের রক্ষক ও প্রতিপালক মহান আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সেই প্রকৃত ইসলাম ধর্মের প্রতি অবিচল থাকার পথ প্রদর্শন করুন। যে পথে কোনো প্রকারের অমঙ্গল নেই”। (সূরা আল ফাতিহা, আয়াত নং 6)।

1 এর সমর্থন হচ্ছে মহান আল্লাহর পবিত্র বাণীর দ্বারা যেহেতু মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدۡعُونِيٓ أَسۡتَجِبۡ لَكُمۡۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِي سَيَدۡخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠]

ভাবার্থের অনুবাদ: “তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন: হে সকল জাতির মানব সমাজ! তোমরা আমার ইবাদতের সহিত আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো। যারা আমার ইবাদত হতে এবং নিজের প্রয়োজনীয় বিষয় অর্জন করার উদ্দেশ্যে আমার নিকটে প্রার্থনা করা হতে অহংকার করে বিমুখ হয়ে যাবে, তারা অতি সত্বরই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে”। (সূরা গাফির (আল মুমন), আয়াত নং 60)। (বাংলা অনুবাদক: ডক্টর মুহাম্মাদ মর্তুজা বিন আয়েশ মুহাম্মাদ)।

মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করাও হলো ওয়াজেব বা অপরিহার্য। যেমন:- নামাজের দুই সিজদার মধ্যে মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার বিষয়টি।

তাই কোনো কবি বলেছেন:

اللَّهُ يَغْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سُؤَالَهُ وَبُنَيَّ آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ

অর্থ: মহান আল্লাহর কাছে কিছু প্রার্থনা না করলে, তিনি রাগান্বিত হন। আর মানুষের কাছে কিছু প্রার্থনা করলে সে রাগান্বিত হয়।

9

মানুষের প্রকৃতি স্বভাব ও তার স্বাভাবিক গুণাবলির দাবি

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের দ্বারা স্পষ্টভাবে সাব্যস্ত হয়েছে যে, মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের নিকটে এমন প্রয়োজনীয় বিষয় অর্জন করার উদ্দেশ্যে সাহায্য প্রার্থনা করা বৈধ নয়, যে বিষয়ে মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে না। মানুষের প্রকৃতি স্বভাব ও তার স্বাভাবিক গুণাবলির দ্বারাও এই বিষয়টি প্রমাণিত ও যুক্তিসম্মত হিসেবেই সাব্যস্ত হয়। তাই মহান আল্লাহ মানুষকে এমন প্রকৃতি স্বভাব ও স্বাভাবিক গুণাবলির দ্বারা সৃষ্টি করেছেন যে, সেই প্রকৃতি স্বভাব ও স্বাভাবিক গুণাবলি যে ব্যক্তির মধ্যে বিরাজ করবে, সে ব্যক্তি তার দুঃখের সময় এবং তার বিপদের সময় মহান আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে। আর তার প্রয়োজনীয় বিষয় অর্জন করার উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে। এই বিষয়টি সব সময় সমস্ত মুসলিম এবং অমুসলিম মানুষের মধ্যে পাওয়া যায়। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপনকারী অমুসলিমদের ব্যাপারেও বলেছেন:

﴿هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّىٰٓ إِذَا كُنتُمْ فِى ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا۟ بِهَا جَآءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِۦ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّٰكِرِينَ﴾ [يونس: ٢٢]

ভাবার্থের অনুবাদ: “মহান প্রতিপালক সত্য উপাস্য আল্লাহ এমন সত্তার

অধিকারী যে, কেবল মাত্র তিনিই তোমাদেরকে পরিভ্রমন করান স্থলে ও সাগরে, এমনকি যখন তোমরা জলযানসমূহে আরোহণ করো আর তা লোকজনকে অনুকূল হাওয়ায় বয়ে নিয়ে চলে এবং তাতে তারা আনন্দিত হয়, তখন **নৌকাগুলির** উপর আসে তীব্র বাতাস, আর সর্বদিক থেকে সেগুলির উপর ঢেউ আসতে লাগে এবং তারা বুঝতে পারে যে, তারা অবরুদ্ধ হয়ে ধ্বংসের মুখে পড়েছে, তখন তারা মহান আল্লাহর অনুগত হয়ে একনিষ্ঠতার সহিত তাঁকেই ডাকতে লাগে। তারা বলতে থাকে: হে মহান আল্লাহ! যদি আপনি আমাদেরকে এই বিপদ থেকে মুক্তি প্রদান করেন, তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা আপনার ইবাদতে বা উপাসাতে একনিষ্ঠতা বজায় রেখেই আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো”। (সূরা ইউনুস, আয়াত নং 22)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপনকারী অমুসলিমদের অবস্থা বর্ণনা করে আরো বলেছেন:

﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلۡبَحۡرِ ضَلَّ مَن تَدۡعُونَ إِلَّآ إِيَّاهُۖ فَلَمَّا نَجَّىٰكُمۡ إِلَى ٱلۡبَرِّ أَعۡرَضۡتُمۡۚ وَكَانَ ٱلۡإِنسَٰنُ كَفُورًا﴾ [الإسراء: ٦٧]

ভাবার্থের অনুবাদ: “যখন সমুদ্রে তোমাদের উপর বিপদ আসে, তখন আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে তোমরা আহ্বান করতে, তাদেরকে তোমরা ভুলে যেতে। অতঃপর মহান আল্লাহ যখন তোমাদেরকে বিপদ থেকে পরিত্রাণ দান করতেন, তখন তোমরা মহান আল্লাহর ইবাদতে বা উপাসাতে একনিষ্ঠতা বজায় রাখা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে। তাই মহান আল্লাহর অংশীদার স্থাপনকারী লোক তাঁর একনিষ্ঠতা বর্জন করে বড়োই অকৃতজ্ঞ হয়”। (সূরা আল ইসরা (বানী ইসরাইল), আয়াত নং 67)।

বরং সমস্ত জীবজন্তুও প্রকৃতি স্বভাব ও স্বাভাবিক গুণাবলির আলোকে মহান আল্লাহর অনুগত হয়ে একনিষ্ঠতার সহিত তাঁরই দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿ فَمَكَثَ غَيۡرَ بَعِيدٖ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمۡ تُحِطۡ بِهِۦ وَجِئۡتُكَ مِن سَبَإِۭ بِنَبَإٖ يَقِينٍ ﴿٢٢﴾
إِنِّي وَجَدتُّ ٱمۡرَأَةٗ تَمۡلِكُهُمۡ وَأُوتِيَتۡ مِن كُلِّ شَيۡءٖ وَلَهَا عَرۡشٌ عَظِيمٞ ﴿٢٣﴾ وَجَدتُّهَا
وَقَوۡمَهَا يَسۡجُدُونَ لِلشَّمۡسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَعۡمَٰلَهُمۡ فَصَدَّهُمۡ عَنِ ٱلسَّبِيلِ
فَهُمۡ لَا يَهۡتَدُونَ ﴾ [النمل: ٢٢-٢٤]

ভাবার্থের অনুবাদ: “কিছুক্ষণ পরেই হুদহুদ (ঝুঁটিওয়ালা পাখিবিশেষ hoopoe) এসে বললো, আপনি যা অবগত নন, আমি তা অবগত হয়েছি। আমি আপনার কাছে সাবা থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে আগমন করেছি।

আমি এক নারীকে সাবা দেশে সাবাবাসীদের উপর রাজত্ব করতে দেখেছি। তাকে সবকিছুই দেওয়া হয়েছে এবং তার একটা বিরাট রাজাসন আছে।

আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যের উপাসনা করার জন্য সেই সূর্যকেই সিজদা করছে। শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যাবলিকে সুশোভিত করে দিয়েছে। অতঃপর তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত্ত করেছে। অতএব তারা আল্লাহর সঠিক ধর্মের পথ পায় না”। (সূরা আন নামল, আয়াত নং 22, 23 এবং 24)।

এখানে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, সাবা দেশে বসবাসকারীরা মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে সূর্যকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলো। এই বিষয়টিকে হুদহুদ পাখিও তার প্রকৃতি স্বভাব ও স্বাভাবিক গুণাবলির আলোকে অমান্য করেছে। এবং মহান আল্লাহর অনুগত হয়ে একনিষ্ঠতার সহিত তাঁরই দিকেই প্রত্যাবর্তন করেছে। আর এই প্রকৃতি স্বভাব ও স্বাভাবিক গুণাবলির গুণে গুণান্বিত করেই মহান আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এই বিশাল জগতকে এবং এই বিশাল জগতের সমস্ত বস্তুকে। আর এই সমস্ত বস্তুর মধ্যে রয়েছে মানুষ, জিন এবং সকল প্রকারের জীবজগৎ ও জীবজন্তু।

10

সঠিক বুদ্ধির দাবি হলো মহান আল্লাহর নিকটেই প্রার্থনা করা

মানুষের বুদ্ধির দ্বারাও এই বিষয়টি প্রমাণিত ও যুক্তিসংগত হিসেবেই সাব্যস্ত হয়। (যেমনটি এর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।) তাই মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে যে সমস্ত লোককে ডাকা হচ্ছে বা যে সমস্ত লোকের নিকটে প্রার্থনা করা হচ্ছে, সে সমস্ত লোক তো সাধারণ মানুষের মতই। তাই কি করে মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের নিকটে প্রয়োজনীয় বিষয় বা আরোগ্য কিংবা জীবিকা অথবা সাহায্য লাভ করার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা উচিত হবে বা বৈধ হবে অথবা শোভনীয় কাজ বলে বিবেচিত হবে?! তাই মহান আল্লাহ তাঁর দূত বা নাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর বিষয়ে পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠]

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে আল্লাহর দূত বা রাসূল মুহাম্মাদ! তুমি বলে দাও: আমি আদম সন্তানের অন্তর্ভুক্ত তোমাদের মতই একজন মানুষ, তবে তফাত হলো এই যে, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়: তোমাদের সত্য উপাস্য এক ও অদ্বিতীয় উপাস্য। সুতরাং যে ব্যক্তি তার সত্য উপাস্য ও সত্য প্রতিপালকের সাথে শান্তির সহিত পরকালে সাক্ষাতের কামনা করবে, সে নিষ্ঠাবান হয়ে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক সৎকর্ম সম্পাদন করবে। এবং তার সত্য উপাস্য ও সত্য প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিষ্ঠিত

ইবাদত বা উপাসনাতে কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে অংশীদার স্থাপন করবে না"। (সূরা আল কাহফ, আয়াত নং 110)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো বলেছেন:

﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۖ وَمَا كَانَ لَنَآ أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَٰنٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾

[إبراهيم: ١١]

ভাবার্থের অনুবাদ: "যারা মহান আল্লাহর অংশীদার স্থাপন করে আর তাঁকে অমান্য করে, তাদের প্রতি প্রেরিত দূত বা রাসূলগণ তাদেরকে বলেছিলেন: আমারাও আদম সন্তানের অন্তর্ভুক্ত তোমাদের মতই মানুষ, কিন্তু মহান আল্লাহ মানুষ জাতির মধ্যে থেকে যাদের প্রতি ইচ্ছা করেন, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করে তাদেরকে ন্যায় পথে পরিচালিত করেন। আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত তোমাদের কাছে কোনো প্রমাণ নিয়ে আসা আমাদের কাজ নয়; ঈমানদার মুসলিমগণের উচিত যে, তারা যেন মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে"। (সূরা ইবরাহীম, আয়াত নং 11)।

এর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ ۖ فَٱدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا۟ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٤]

ভাবার্থের অনুবাদ: "আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে ডাকছো, তারা সবাই তোমাদের মতই মানুষ। অতএব, তোমরা তাদেরকে ডাকো, যদি তোমরা তোমাদের এই ধারণায় সত্যবাদী হও যে, তারা তোমাদের উপকার করতে পারবে এবং অপকারও করতে পারবে, তাহলে যাদেরকে তোমরা ডাকছো, তারা তোমাদের ডাক কবুল করুক"।! (সূরা আল আরাফ, আয়াত নং 194)।

মানুষের জন্য এটাও জানা উচিত যে, সে যে বিষয়টি অর্জন করার ক্ষমতা রাখে, সেই বিষয়টি অর্জন করার ক্ষেত্রেও যেন মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে। যাতে সে সৃষ্টি জগৎ হতে বিমুখ হয়ে থাকে এবং সমস্ত ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ ছাড়া অন্যের দিকে প্রত্যাবর্তন না করে আর অন্যের প্রতি ভরসা না রাখে।

তবুও আমরা দেখতে পাই যে, কতকগুলি লোক যখন অসুস্থ হয়, তখন তারা এমন কোনো ব্যক্তির কাছে যায়, যে ব্যক্তি তাকে পবিত্র কুরআনের কোনো সূরা কিংবা কোনো আয়াত অথবা যে কোনো দোয়ার মাধ্যমে ঝাড়ফুঁক করে। অথচ তার জন্য উত্তম বিষয় হলো এই যে, সে যেন সর্ব প্রথমে নিজেই নিজেকে পবিত্র কুরআনের কোনো সূরা কিংবা কোনো আয়াত অথবা যে কোনো দোয়ার মাধ্যমে ঝাড়ফুঁক করে। কেননা এই কাজটি তো মহান আল্লাহর কৃপায় যে কোনো মুসলিম ব্যক্তি করতে পারবে; আর সমস্ত মুসলিম ব্যক্তি সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস ইত্যাদি পাঠ করে নিজেকেই নিজে ঝাড়ফুঁক করতে পারবে।

আর এই বিষয়টি সবাই জানে যে, যখন কোনো ব্যক্তি নিজেই নিজেকে পবিত্র কুরআনের কোনো সূরা কিংবা কোনো আয়াত অথবা যে কোনো দোয়ার মাধ্যমে ঝাড়ফুঁক করবে, তখন সে নিশ্চয় আন্তরিকতার সহিত যত্নসহকারে মহান আল্লাহর জন্য নিষ্ঠাবান হয়েই এই কাজটি সম্পাদন করবে। আর কোনো ব্যক্তি যখন আন্তরিকতার সহিত যত্নসহকারে মহান আল্লাহর জন্য নিষ্ঠাবান হয়ে কোনো কাজ সম্পাদন করবে, তখন সেই কাজটি মহান আল্লাহর নিকটে বেশি কবুল হওয়ার উপযোগী হবে। তাই কতকগুলি লোক নিজেরাই নিজেদেরকে পবিত্র কুরআনের কোনো সূরা কিংবা কোনো আয়াত অথবা যে কোনো দোয়ার মাধ্যমে ঝাড়ফুঁক করেছে, মহান আল্লাহ তাদেরকে আরোগ্য প্রদান করেছেন।

এই রকমভাবে কতকগুলি লোক যখন তাদের নিজের জীবিকার জন্য

কোনো চাকরি-বাকরির সন্ধান করে, তখন তারা বিভিন্ন প্রকারের মাধ্যম ও লোকজনের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। আর প্রকৃত প্রতিপালক মহান আল্লাহ যেন তাদের সমস্ত কাজ সহজ করে দেন। এই উদ্দেশ্যে তারা প্রথমেই তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তন করে না।

এখন এখানে একটি বাস্তব ঘটনার কথা উপস্থাপন করার ইচ্ছা করেছি। ঘটনাটি পবিত্র কুরআন প্রচার রেডিয়োর একটি অনুষ্ঠানে শুনেছি। আর সেই ঘটনাটি হলো নিম্নরূপ:

একদা এক ব্যক্তি কোনো একটি চাকরির সন্ধানে কতকগুলি পদস্থ কর্মচারী ও অফিসারদের কাছে কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের দফতরে বা কার্যালয়ে যায়। কিন্তু সেখানে কোনো অফিসার তার প্রতি ভ্রুক্ষেপই করেনি। সে দুঃখিত হয়ে ইসলামের একজন বিদ্বান বা পণ্ডিতের কাছে চলে যায় এবং চাকরিটি পাবার জন্য তার কাছ থেকে একটি সুপারিশ পত্রের অনুরোধ করে। কিন্তু তাকে তিনি সুপারিশ পত্র না দিয়ে মহান আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন করার জন্য সদুপদেশ প্রদান করেন। তাই সেই ব্যক্তি সকালে ফজরের আভা প্রকাশ হওয়ার পূর্বে একনিষ্ঠতার সহিত রাতে নামাজ পড়তে লাগলো এবং মহান আল্লাহর নিকটে তার প্রয়োজনীয় বিষয় অর্জন করার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করলো।

অতঃপর সে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়ে আবার যায়। এবং সেই অফিসারদের কাছে উপস্থিত হয়, যেই অফিসারদের কাছে এর পূর্বে সে একটি চাকরির সন্ধানে উপস্থিত হয়েছিলো। এবার সেই দফতরে যাওয়া মাত্রই তার সমস্ত কাজ সহজ হয়ে যায় এবং চাকরিও তার হয়ে যায়। এমনকি সেই অফিসারগণের মধ্যে থেকে একজন অফিসার তাকে বললো: তুমি কোথায় ছিলে? তোমার জন্য আমরা অপেক্ষা করছিলাম।

অনুরূপভাবে তুমি দেখতে পাবে যে, কতকগুলি লোক তাদের নিজেদের জন্য নিজেরাই মহান আল্লাহর কাছে তাদের প্রয়োজনীয় বিষয় অর্জন

করার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা না করে অন্য লোককে প্রার্থনা করার জন্য অনুরোধ করে থাকে। অথচ আমাদের প্রকৃত প্রতিপালক মহান আল্লাহ স্বয়ং পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: ٦]

ভাবার্থের অনুবাদ: "তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন: হে সকল জাতির মানব সমাজ! তোমরা আমার ইবাদতের সহিত আমাকেই ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো"। (সূরা গাফির (আল মুমন), আয়াত নং 60 এর অংশবিশেষ)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো বলেছেন:

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا۟ لِي وَلْيُؤْمِنُوا۟ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: ١٨٦]

ভাবার্থের অনুবাদ: "আর হে আল্লাহর দূত বা রাসূল মুহাম্মাদ! আমার মানব সমাজ যখন আমার ব্যাপারে তোমাকে জিজ্ঞেস করবে, তখন তুমি তাদেরকে বলে দিবে যে, মহান আল্লাহ তোমাদের সন্নিকটেই রয়েছেন; তাই আল্লাহ বলেছেন: যখন কোনো ব্যক্তি আমার কাছে কোনো প্রার্থনা করবে, তখন আমি তার প্রার্থনা গ্রহণ করবো। সুতরাং তারা প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা সম্মত নিয়মে আমার উপদেশ মেনে চলুক এবং আমার প্রতি সঠিক পন্থায় বিশ্বাস স্থান করুক। তবেই তারা সুখময় জীবন লাভের পথ অবলম্বন করতে পারবে"। (সূরা আল বাকারা, আয়াত নং 186)।

ইমাম আবুল আব্বাস আহমাদ বিন আব্দুল হালীম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: প্রকৃতপক্ষে দুনিয়ার যে সমস্ত বস্তু মানুষের জন্য গ্রহণ করা জরুরি নয়, সেই বিষয়ে মানুষের প্রতি কোনো ব্যক্তির কাছে সাহায্য চাওয়া অপরিহার্য বা ওয়াজেবও নয় এবং ভালো কাজও নয়। তাই মানুষের কর্তব্য হলো এই যে, সদাসর্বদা সমস্ত প্রয়োজনীয় ও দরকারি জিনিস অর্জন করার জন্য

মহান আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করবে, তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে এবং তাঁরই উপরে ভরসা করবে, এটাই হলো অপরিহার্য বিষয়। আর মানুষের কাছে দুনিয়ার দরকারি বিষয় চাওয়া প্রকৃতপক্ষে অবৈধ। কিন্তু তা জরুরি প্রয়োজনে বৈধ করা হয়েছে। তবে সমস্ত ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর উপরে ভরসা করে উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করাই হলো উত্তম বিষয়। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿فَإِذَا فَرَغۡتَ فَٱنصَبۡ ٧ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرۡغَب﴾ [الشرح: ٧-٨]

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে আল্লাহর দূত বা রাসূল মুহাম্মাদ! সুতরাং তুমি যখন আল্লাহর প্রতি আহ্বানের কাজ থেকে অবসর পাবে, তখন মহান আল্লাহর ইবাদত বা উপাসনার কাজে এবং প্রার্থনায় নিষ্ঠাবান হয়ে তৎপরতার সহিত নিয়োজিত হবে। এবং তোমার প্রতিপালকের প্রতি সদাসর্বদা একনিষ্ঠতার সহিত মনোনিবেশ করবে"। (সূরা আশ্ শারহ (আল ইনশিরাহ), আয়াত নং 7-8)।

অর্থাৎ: মহান আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে আর তাঁরই নিকটে কাকুতি-মিনতি করে প্রার্থনা করবে। তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যের প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে না।

সৎ পথ অবলম্বন করার শক্তি এবং অসৎ পথ বর্জন করার শক্তি প্রদান করার মালিক হলেন মহান আল্লাহ।

তারিখ 24/11/1437 হিজরী মোতাবেক 27/8/2016 খ্রিস্টাব্দ।

IslamHouse.com

@IslamHousebn islamhousebn islamhouse.com/bn/

Bengali.IslamHouse user/IslamHouseBn

For more details visit
www.GuideToIslam.com

GUIDE TO ISLAM

contact us :Books@guidetoislam.com

Guidetolslam.org Guidetoislam1 Guidetoislam www.Guidetoislam.com

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

هاتف: ٩٦٦١١٤٤٥٤٩٠٠+ فاكس: ٩٦٦١١٤٩٧٠١٢٦+ ص ب: ٢٩٤٦٥ الرياض: ١١٤٥٧

ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH

P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126

এক আল্লাহই বিপন্নকে সুখ প্রদান করার

অকাট্য প্রমাণ

এই বইটির মধ্যে এই বিষয়টির আলোচনা করা হয়েছে যে, মানুষ যেন তার প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ে আর সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। এবং সে যেন তার প্রয়োজন পূরণ করার জন্য, তার দুঃখ কষ্ট থেকে পরিত্রাণ পাবার উদ্দেশ্যে এবং সন্তান ও সাহায্য লাভ করার ইচ্ছায় মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকটে প্রার্থনা না করে। কেননা এই সব বিষয়ে মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকটে কোনো প্রকারের সাহায্য প্রার্থনা করার অর্থই হলো তাঁর অংশীদার স্থাপন করা এবং প্রকৃত ইসলামের শিক্ষার বিপরীত প্রাগবর্তী অন্ধ বিশ্বাস জাহেলি যুগের কুসংস্কারের কর্ম সম্পাদন করা।

IslamHouse.com

Osoul Center
www.osoulcenter.com